দশমঃ স্কন্ধঃ

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। নন্দঃ পথি বচঃ শৌরের্ন মৃষেতি বিচিন্তয়ন্।
হরিং জগাম শরণমুৎপাতাগমশঙ্কিতঃ॥

১। **অন্বয় ঃ** শ্রীশুক উবাচ—পথি নন্দঃ -শৌরেঃ (বসুদেবস্য) বচঃ ন মৃষা (মিথ্যা) ইতি বিচিন্তয়ন্ উৎপাতাগমশঙ্কিত হরিং শরণং জগাম।

১। **মূলানুবাদ ঃ** গৃহে গমনকালে নন্দ পথে মনে মনে বিচার করতে লাগলেন, বসুদেবের কথা মিথ্যা হবে না। উৎপাত আগমন ভয়ে ভীত হয়ে তিনি শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করলেন।

১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** পথি বিচিন্তয়ন্ হরিং সর্ব্বভয়হরং নিজেষ্টদেবত্বেন সর্ব্ব-শরণমপি বিশেষতঃ স্বপুত্রমঙ্গলার্থং মনসা শরণং জগাম। যদ্বা, ন মৃষেত্যতো হেতোর্হরিং মনোহরং স্বসুতং পথি বিশেষতশ্চিন্তয়ন্, ন জানে তত্র কিং বৃত্তমস্তি ইতি তত্র চিন্তাং কুর্ব্বন্ শরণং নিজগৃহং জগাম গচ্ছন্নভূৎ॥

১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** পথে বসুদেবের বাক্য ভেবে ভেবে **হরিং**—হরিকে, যিনি সর্বভয়হর এবং নিজ ইষ্টদেব হেতু সর্বাশ্রয় তাঁকে নিজপুত্রের মঙ্গলের জন্য মনে মনে **শরণম্ জগাম্**—আশ্রয় করলেন। অথবা, বসুদেবের কথা মিথ্য নয়, তাই **হরিং** মনোহর নিজপুত্রকে পথে **বিচিন্তয়ন্**— বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে করতে—যথা, না-জানি গোকুলে কি ব্যাপার চলছে, এইরূপ। **শরণং জগাম্**—নিজের গৃহের দিকে চলতে লাগলেন॥ জী০ ১॥

শ্রীবিশ্ব-সূত্র ঃ ষষ্ঠে সৌরূপ্য কৌরূপ্যে জীবন্মৃত তনোরিহ। নির্বর্ণ্যোক্তঃ পূতনায়া দাহো নন্দস্য চাগমঃ।

শ্রীবিশ্বনাথ সূত্রানুবাদ ঃ এই ষষ্ঠ অধ্যায় বলা হয়েছে—পূতনা নামক রাক্ষসীর সুরূপ ধারণ করে আগমন, জীবন্মৃত অবস্থায় পড়ে নিজের কুরূপ ধারণ, কৃষ্ণের করুণায় ধাত্রী গতি পেয়ে গোলোকে গমন, তার দেহের দাহ এবং নন্দের আগমন।

২। কংসেন প্রহিতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিনী।
শিশূংশ্চচার নিঘ্নন্তী পুরগ্রামব্রজাদিষু ॥
৩। ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি ॥

২। অন্বয় ঃ কংসেন প্রহিতা (প্রাগেব নিযুক্তা) বালঘাতিনী ঘোরা (ক্রূরভাবাপন্না) পূতনা শিশূন্ নিঘ্নন্তী (মারয়ন্তী সতী) পুর গ্রামব্রজাদিষু চচার (বভ্রাম)।

৩। অন্বয় ঃ যত্র স্বকর্ম্মসু (যজ্ঞাদি ব্যাপারেষু বর্ত্তমানাঃ জনাঃ) সাত্বতাং ভর্ত্তুঃ (ভক্তানাং পালকস্য ভগবতঃ) রক্ষোঘ্নানি (রাক্ষস নাশকরাণি) শ্রবণাদীনি (তন্নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদীনি) ন কুর্ব্বন্তি যাতুধান্যশ্চ (রাক্ষস্যশ্চ) তত্র হি (প্রভবন্তীতি) [শেষঃ]।

২। মূলানুবাদ ঃ এদিকে প্রথমে কংস কর্তৃক নিযুক্ত ভয়ঙ্করী বালঘাতিনী পুতনা পুরগ্রাম ব্রজাদি স্থানে শিশু হত্যা করে বেড়াতে লাগল।

৩। মূলানুবাদ ঃ (বালগোপালের অনিষ্ট আশঙ্কায় পরীক্ষিত মহারাজকে ভীত মনে করে তার প্রতি বলা হচ্ছে—)

যেখানে নিজ নিজ যজ্ঞাদি কর্মেও লোকেরা ভক্তের প্রাণপতি শ্রীহরির রাক্ষস ভয় বিনাশক নামাদির শ্রবণ কীর্তন প্রভৃতি করে না, সেই স্থানেই রাক্ষসীগণ অত্যাচারে সমর্থ হয়। (এর ধ্বনি—যে স্থানে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান্ সেখানেযে পারে না, তা আর বলবার কি আছে।)

২। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ অথ ব্রজবৃত্তমাহ—তত্র চ যদ্যপি পূর্ব্বং তন্মন্ত্রিভিঃ ঋষীণামেব হিংসা নিশ্চিতা, তথাপ্যতিভীতেন কংসেন তু পরম্পরয়ৈবোপায়োত্তরমিতি প্রথমং তামনঙ্গীকৃত্য, সাক্ষাদ্বালহিংসা এবানুমতা, ইত্যভিপ্রেত্যাহ—কংসেনেতি। প্রহিতা প্রাগেব নিযুক্তা যতো ঘোরা বালঘাতিনী চ, অতএব নিতরাং ঘ্নন্তী ঘ্নতী দুর্বিষস্তনদানেন সদ্যো মারয়ন্তী। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'যস্মৈ যস্মৈ স্তনং রাত্রৌ পূতনা সংপ্রযচ্ছতি। তস্য তস্য ক্ষণেনাঙ্গং বালকস্যোপহন্যতে ॥' ইতি। আকরঃ রত্নাদ্যুৎপত্তিস্থানং গ্রামং ব্রজেতি বা পাঠঃ। আদিশব্দাৎ সার্থাদয়শ্চ ॥ জী° ২ ॥

২। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর ব্রজের বৃত্তান্ত বলা হচ্ছে—যদিও মথুরায় পূর্বে কংসের মন্ত্রীগণ ঋষি-হিংসাই ঠিক করেছিল, তথাপি অতি ভীত কংস বিচার করলেন, বিভিন্ন উপায়ের ক্রম ঠিক করতে গেলে সাক্ষাৎ বাল-হিংসাকে প্রথম সংখ্যায় ফেলতে হয়। তাই মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে ঋষি-হিংসা স্বীকার না করে বাল হিংসাতে অভিজ্ঞা পূতনাকে **প্রহিতা**—নিযুক্ত করলেন, যেহেতু সে ভয়ঙ্করী এবং বালঘাতিনী। **নিঘ্নন্তী**—নিতরাং ঘ্নন্তী—অর্থাৎ দুর্বিষ স্তন দানে সদ্য মেরে ফেলে ॥ জী° ২ ॥

৩। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ শিশূন্ নিঘ্নন্তীতি পুরাদিষু চকারেত্যুক্তম্। নন্বু তর্হি শ্রীনন্দব্রজবালানাং হন্ত কা বার্ত্তা? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—নেতি স্বকর্ম্মসু যজ্ঞাদিষু তৎসাদগুণ্যার্থমপি যত্র

শ্রবণাদীনি ন কুর্ব্বন্তি, কিং পুনঃ স্বপ্রধানানীত্যর্থঃ। সাত্বতানাং ভক্তানাং ভর্ত্তুরিতি তেষামপি শ্রবণাদিভিস্তা নশ্যন্তি, কিং পুনস্তস্যেত্যর্থঃ। তুর্থে চকারঃ, অনুক্তসমুচ্চয়ে বা, অন্যে চ দুষ্টাঃ। হি এব তত্রৈব প্রভবন্তীতি শেষঃ। যদ্বা, কিন্তুদানীন্তনাঃ সর্ব্বে শিশবস্তয়া বত হতাস্তত্রাহ—নেতি। পূর্ব্ববদর্থঃ। অন্যে চ ভগবদ্বিমুখাঃ কংসপক্ষীয়াঃ শ্রীভগবতা তদ্দ্বারৈব ঘাতিতা ইতি ভাবঃ! ইতি কংসস্য মৌঢ্যং দর্শিতম্। তদেবং তেন সাক্ষাদধিষ্ঠিতেঽপি তাদৃশদুষ্টাগমনং নিখিললোকানন্দক-শ্রীভগবল্লীলা বিশেষ সম্পত্ত্যর্থং তথা তাদৃশহেতুকোৎপাতশ্চ তজ্জনন্যাদীনাং তদ্বিষয়কপ্রেমবিশেষবর্দ্ধনার্থং তদীয়স্বরসানুসারি-লীলাশক্ত্যৈব সম্পাদ্যত ইতি ভাবঃ। লীলানাম্নী শক্তিশ্চ শ্রী-ভূ-লীলেতি মুখ্যশক্তিত্রয়ে শ্রীবৈকুণ্ঠে পাদ্মোত্তরখণ্ডাদি-প্রসিদ্ধা, সৈব পাদ্মকার্ত্তিক-মাহাত্ম্যাদৌ তুলসীত্বেন বৃন্দাত্বেন চ বর্ণ্যত ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলায়াং বৃন্দারূপৈব সা জ্ঞেয়া, যদধিষ্ঠানং বৃন্দাবনমিতি ॥ জী০ ৩ ॥

৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পুরাদিতেও শিশু বধ করে বেড়াতে লাগল, এরূপ বলা হল—আচ্ছা তা হলে শ্রীনন্দব্রজের শিশুদের কি খবর, এই প্রশ্ন আশঙ্কা করে বলা হচ্ছে—নেতি। **স্বকর্মসু**—যজ্ঞাদিতে যজ্ঞের সুফল প্রাপ্তির জন্যও যেখানে শ্রীহরিনাম শ্রবণ কীর্তনাদি করা হয় না সেখানেই রাক্ষসরা অত্যাচার করতে পারে—যেখানে প্রধান ভাবে শ্রবণ কীর্তনাদি শুদ্ধাভক্তি যাজন করা হয় সেখানে যে পারে না, সে কথা আর বলবার কি আছে। **স্বাত্বতাং ভর্ত্তুঃ ইত্যাদি**—ভক্তগণের পালক শ্রীভগবানের নামাদি 'শ্রবণাদি' যেখানে নেই সোজাসোজি ভগবানের নামাদি শ্রবণাদি না বলে ভক্তপরিচয়ে বলাতে বুঝা যাচ্ছে, ভক্তগণের নামাদি শ্রবণ কীর্তনাদিতেও রাক্ষসগণ নাশ প্রাপ্ত হয়ে যায়—সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের শ্রবণাদিতে যে নাশ প্রাপ্ত হয়, তা আর বলবার কি আছে; চ 'তু' ভিন্নার্থে, অর্থাৎ শ্রবণাদি স্থান ভিন্ন অন্যত্রই রাক্ষসের প্রভাব হয়। বা 'চ' কারের 'এবং' অর্থ ধরে, রাক্ষস এবং যাদের কথা বলা হল না সেই অন্য দুষ্টগণেরও প্রভাব হয়। **হি** 'এব' অর্থে, **তত্র হি**—সেখানেই প্রভাব বিস্তার করে। অথবা, হায় হায় তখনকার সব শিশুই কি পুতনা দ্বারা হত হল, এরই উত্তরে—নেতি, অর্থাৎ না সব শিশু নয়, যে স্থানে শ্রীভগবানের নামাদির শ্রবণ কীর্তনাদি হয় না সেই স্থানের শিশু, 'চ'—'তু' অর্থে, এ ছাড়া অন্য শিশুও, যারা ভগবৎবিমুখ কংসপক্ষীয় তাদের শ্রীভগবানই প্রেরক হয়ে ঐ পূতনাকে দিয়ে হত্যা করালেন, এইরূপ ভাব। এইরূপে কংসের মূর্খতা দেখানো হল।

শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ বিরাজমান্ থাকা কালেও তাদৃশ দুষ্টের আগমন নিখিল লোকের আনন্দপ্রদ শ্রীভগবল্লীলা-বিশেষ সম্পত্তি সম্পাদনের জন্য। তথা ঐ রাক্ষসীর হেতু যে উৎপাত তাও কৃষ্ণজননীদের কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমবিশেষকে উচ্ছলিত করে উঠানের জন্য তদীয় স্বরস-অনুসারি লীলা শক্তিই এইলীলা সম্পাদন করলো। লীলা নামক শক্তিও শ্রী-ভূ-লীলা নামে মুখ্যা শক্তিত্রয় মধ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠে প্রসিদ্ধা। তিনিই পাদ্মকার্তিকমাহাত্ম্যে তুলসীরূপে এবং বৃন্দারূপে বর্ণিত। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ইনি বৃন্দারূপেই পরিচিতা, যাঁর অধিষ্ঠান শ্রীবৃন্দাবন ॥ জী০ ৩ ॥

৪। সা খেচর্য্যেকদোৎপত্য পূতনা নন্দগোকুলম্।
যোষিত্বা মায়য়াত্মানং প্রাবিশৎ কামচারিণী॥

৪। **অন্বয় ঃ** একদা কামচারিণী সা খেচরী (আকাশমার্গগামিনী) পূতনা মায়য়া আত্মানং যোষিত্বা (নারীমিব আত্মানং কৃত্বা) উপেত্য (আকাশমার্গেণ আগত্য) নন্দগোকুলম্ প্রাবিশৎ।

৪। **মূলানুবাদ ঃ** একদিন রাত্রিযোগে সেই স্বেচ্ছাচারিণী রাক্ষসী মায়াবলে সুন্দরী নারী বেশ ধারণ পূর্বক আকাশ থেকে উড়ে এসে গোকুলে প্রবেশ করলো।

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শঙ্কমানং রাজানং প্রতি বিষয়ে প্রবৃত্তা সৈব মরিষ্যতীতি সূচয়ন্নাহ, নেতি। যত্র পুরাদিষু সাত্বতাং ভর্ত্তুঃ শ্রবণাদীনি দৃষ্টাদৃষ্টফলেষু স্বকর্ম্মস্বপি বর্ত্তমানা জনা ন কুর্ব্বন্তি তত্রৈব যাতুধান্যঃ প্রভবন্তীতি শেষঃ। কিমুত যত্র প্রাধান্যেন কুর্ব্বন্তি তত্র ন প্রভবন্তীতি কিমুততরাং যত্র কৈবল্যেন কুর্ব্বন্তি কিমুততমাং সাক্ষাদেব যত্র স প্রাদুর্ভূয়াস্তে ইতি ভাবঃ॥ বি° ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ভীত রাজাকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য এখানে এই শ্লোকের উট্টঙ্কন করা হচ্ছে—বিষয়ে নিবিষ্ট চিত্ত লোকেরাই শুধু মরবে—**যত্র**—যে পুরি প্রভৃতিতে ভক্তের প্রাণপতি শ্রীভগবানের কথা শ্রবণাদি দৃষ্ট-অদৃষ্ট ফলপর যজ্ঞাদি কর্মে নিযুক্ত লোকেরাও করে না, সেখানেই রাক্ষসীরা বল দেখাতে সমর্থ। যেখানে নামকীর্তনাদিই প্রধানরূপে থাকে (কর্মের অঙ্গ হিসাবে নয়) সেখানে যে রাক্ষসরা প্রভাব দেখাতে পারে না তাতে আর বলবার কি আছে। আর শ্রীভগবানের সুখোদ্দেশে নাম-কীর্তনাদি শ্রদ্ধা ভক্তির যাজন হয় যেখানে, সেখানে যে পারে না, এতে-তো আরও বলবার কিছু নেই। আর যেখানে শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ আবির্ভূত হয়ে বিরাজমান্ সেখানে যে পারে না, এতো আরও আরও বলবার কিছু নেই॥ বি° ৩॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** একদা রাত্রাবিতি পরাশরবৈশম্পায়নৌ। উৎপত্যাকাশ-মার্গেণাগত্য, উপেত্য ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ, যতঃ খেচরী সা ঘোরাত্বাদেব যোষিত্বেতি—অত্র যোষিতং করোতীতি ণিচি টিলোপে ক্ত্বা-প্রত্যয়ে যোষয়িত্বেতি বক্তব্যে ণিচো লোপঃ আর্ষঃ॥ জী° ৪॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ একদা**—একদা রাত্রিযোগে—পরাশর ও ব্যাসশিষ্য বৈশাম্পায়ণ মুনির মতে। উৎপত্য—আকাশ মার্গে এসে। 'উপেত্য' পাঠও আছে কোনও কোনও স্থানে। যেহেতু আকাশচারিণী, তাই পূতনা স্বাভাবিকভাবে ভয়ঙ্কর রূপা, সুতরাং যোষিত্বা—সে সুন্দরী রমণীর রূপ ধরে এল॥ জী° ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তদপি পূতনাবধলীলায়া আবশ্যকত্বাল্লীলাশক্তি প্রেরণবশাদেব মৃত্যুনা নিমন্ত্র্যমাণৈব মর্ত্ত্যং গোকুলং জগামেত্যাহ সেতি। একদা রাত্রৌ আকাশমু ৎপত্য গোকুলং প্রবিশ্য মায়য়া

**৫। তাং কেশবন্ধব্যতিষক্তমল্লিকাং বৃহন্নিতম্বস্তনকৃচ্ছ্রমধ্যমাম্।
সুবাসসং কম্পিতকর্ণভূষণত্বিষোল্লসৎকুন্তলমণ্ডিতাননাম্॥
৬। বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈর্মনোহরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাম্।
অমংসতাম্ভোজকরেণ রূপিণীং গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টুমিবাগতাং পতিম্॥**

৫-৬। অন্বয় ঃ কেশবন্ধব্যতিষিক্ত মল্লিকাং (কেশবন্ধে ব্যতিষিক্তা সংলগ্না মল্লিকা কুসুমাং) বৃহন্নিতম্ব স্তন কৃচ্ছ্র মধ্যমাং (বৃহন্নিতম্বাভ্যাং স্তনাভ্যাঞ্চ উভয়ত আক্রান্তমিব কৃচ্ছ্রং কৃশং মধ্যমং কটিদেশং যস্যাঃ সা তাং) সুবাসসং (সুন্দর বস্ত্রপরিহিতাং, কল্পিত কর্ণ ভূষণ ত্বিষা (ধৃতয়োঃ কর্ণভূষণয়োঃ কান্তিঃ) উল্লসৎ কুন্তল মণ্ডিতাননাং (উল্লসদ্ভিঃ কুন্তলৈঃ অলকৈঃ মণ্ডিতং শোভিতং আননং যস্যাং সা তাং

বন বল্গুস্মিতাপাঙ্গ বিসর্গবীক্ষিতৈঃ (বল্গু—রম্যং স্মিতং—হাস্যং যেষু তথা ভূতাঃ অপাঙ্গবিসর্গাঃ—কটাক্ষ মোক্ষাঃ যেষু তৈ বীক্ষিতৈঃ) ব্রজৌকসাং মনঃ হরন্তীং বনিতাং (স্ত্রীরূপ ধারিণীং পূতিনাং) গোপ্যঃ অম্ভোজকরেণ (পদ্মযুক্তকরেণ) পতিং দ্রষ্টুম্ আগতাং রূপিণীং শ্রিয়মিব (সাক্ষাৎ লক্ষ্মীমিব) অমংসত (মেনিরে)।

৫-৬। মূলানুবাদ ঃ খোঁপায় গোঁজা মল্লিকাকুসুমে রম্যা, বৃহৎ নিতম্ব ও স্তন ভারে কৃশ মধ্যমা, উত্তম বসন পরিহিতা, রচিত কর্ণভূষণ কান্তিতে দীপ্তা ও কুন্তল মণ্ডিত আননা, মনোরম মৃদু হাসিতে ও নয়ন কোণের চাউনিতে ব্রজবাসিগণের মনোমোহিনী সেই অনুরাগবতী কমলহস্তা সুন্দরী নারীকে দেখে গোপীগণ নিশ্চয় করলেন লক্ষ্মীই যেন সমাগত হয়েছেন, ব্রজরাজের ইষ্টদেব শ্রীনারায়ণকে দর্শনের জন্য।

আত্মানং যোষিত্বা যোষিৎং কৃত্বা নিজ, লোপ আর্ষঃ। সৌন্দর্য্যেণ সর্ব্বজনান্ মোহয়িত্বা গৃহান্তঃ পুরাদিষু সহসা প্রবেষ্টুমিতি ভাবঃ। যদ্যপি জগন্মোহিনী ভগবন্মায়াপি তান্ সিদ্ধভক্তান্ মোহয়িতুং নোৎসহতে তদপি কৃষ্ণলীলাশোভাসিদ্ধ্যর্থং ঐন্দ্রজালিক মায়েব তানপি পূতনাদি মায়া মোহয়তি ভগবদিচ্ছাবশাদিতি জ্ঞেয়ম্॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** তা হলেও পুতনাবধ লীলার আবশ্যকতা থাকাতে লীলাশক্তির প্রেরণা বশেই যেন মৃত্যুদ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েই মরবার জন্যই পূতনা গোকুলে গেল—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—সেতি। **একদা**—কোনও একদিন রাত্রিযোগে আকাশ থেকে উড়ে এসে গোকুলে প্রবেশ করল—মায়াদ্বারা নিজেকে **যোষিতা**—সুন্দরী স্ত্রীরূপে পরিণত করল - সৌন্দর্যের দ্বারা সকলকে মোহিত করল, যাতে গৃহের অভ্যন্তরে এবং পুরাদিতে প্রবেশ করা যায়, তার জন্যই মোহিত করল। যদিও জগন্মোহিনী ভগবৎমায়াও ব্রজের নিত্যসিদ্ধ ভক্তদের মোহিত করতে উদ্যম প্রকাশ করে না, তা হলেও কৃষ্ণলীলা-শোভা সিদ্ধির জন্য ঐন্দ্রজালিক মায়ার মতো সেই পুতনাদি-মায়াও মোহিত করল—ভগবৎ-ইচ্ছা বশেই ॥ জীং ৪॥

৫-৬। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ তামিতি যুগ্মকম্। ব্যতীতি মল্লিকানাং মিথো যোজনয়া বহুধা সৌষ্ঠবং বোধ্যতে, কর্ণভূষণয়োঃ কম্পিতত্বং লীলাগত্যাদিনা, অতএব সর্ব্বতঃ প্রসরন্ত্যা তয়োস্ত্বিষা উল্লসদ্ভিরলকৈর্মণ্ডিতাননাম্; মনোহরন্তীং মনোহরবদাচরন্তীং বনিতাং জনিতাত্যর্থানুরাগা স্ত্রিয়ম্; অম্ভোজযুক্তকরেণ লক্ষণেন রূপিণীং শ্রিয়মেবাগতামমংসত, শ্রীরত্র জগৎসম্পত্তিঃ; কিং কর্ত্তুম্ ইব? পতিং দ্রষ্টুমন্বেষ্টু-

মিব, কঞ্চিৎ পুণ্যলক্ষণং জনং নিজাশ্রয়ত্বেন বরীতুমিব, তাদৃশলক্ষণস্তু সর্ব্বোপরি শ্রীব্রজেন্দ্রতনয় এব দৃশ্যতে, ইত্যাশয়া ততো ন নিবারিতবত্য ইতি ভাবঃ। অত্র পতিশব্দস্য ধববাচিত্বং তেষামপি ন মতম্—অগ্রে চ জননীভাবস্যৈব দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। অন্যত্তৈঃ। তত্রাক্রান্তমিব আক্রান্তত্বাদিবেত্যর্থঃ। কৃচ্ছ্রং কৃশমিতি কার্য্যকারণয়োরভেদোপচারেণ তদা ক্রমাদ্যদ্দুঃখং জাতং তস্মাদিব কৃশমিত্যর্থঃ। তথা অতিমনোহরণাদ্ধেতোর্যদ্কৃতমনস্তং তেনেতি কর্ত্তৃধর্ম্ম-কর্ম্মধর্ম্ময়োর্ভেদাদপৌনরুক্ত্যম্॥ জী০ ৫-৬॥

৫-৬। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ব্যতি ইতি**—মল্লিকা পুষ্প পরস্পর গাথুনিতে বহু সুন্দর হয়ে উঠেছে—কর্ণযুগলের ভূষণ লীলায় চলার সঙ্গে সঙ্গে দুলছে—অতএব চতুর্দিকে প্রসারিত তার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত কেশের দ্বারা মণ্ডিতা সেই সুন্দরী—**মনোহরন্তীং** - মনোহরের মতো আচরণবতী **বনিতাং**—অনুরাগবতী স্ত্রী : কমলযুক্ত কর, এই লক্ষণে রূপবতী লক্ষ্মীর মতো আগত। **শ্রী** জগৎ-সম্পত্তি। কি করতে এল? **দ্রষ্টুমিবাগতাং পতিম্** - যেন পতি খুঁজতে এল। যেন কোনও পুণ্যলক্ষণ জনকে নিজের আশ্রয় স্বরূপে বরণ করবার জন্য। তাদৃশ লক্ষণযুক্ত জনতো একমাত্র শ্রীব্রজেন্দ্রতনয়কেই দেখা যায়, এই আশয়ে তাকে সেখানে যেতে কেউ নিবারণ করে নি। এখানে পতি শব্দের অর্থ শ্রীসনাতন-গোস্বামীও 'ধব' স্বামী অর্থে ধরেন নি—পূর্বে জননী ভাব দেখান হয়েছে বলে। স্বামিপাদের টীকায় বলা হয়েছে, নীচে স্থূল নিতম্ব ও উপরে স্থূল কুচযুগলের দ্বারা যেন আক্রান্ত হয়েই কটিদেশ কৃশ হয়েছে—স্বামিপাদের 'আক্রান্তমিব' শব্দের অর্থ, 'আক্রান্তত্বাৎ ইব' যেন আক্রান্ত হওয়া হেতুই। **কৃচ্ছ্রং**—কৃশ, কার্যকারণের অভেদ স্থাপনে তদা নিতম্ব-কুচের বিক্রম হেতু যে দুঃখের উদয় হল তাতেই যেন কৃশ হল কটি॥ জী০ ৫-৬॥

৫-৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তাং শ্রিয়ং রূপিণীং মূর্ত্তিমতীং রত্নাদিধনসম্পত্তিমিব অম্ভোজ-করেণ উপলক্ষিতাম্। পতিং শ্রীব্রজরাজস্যেষ্টদেবং শ্রীনারায়ণং দ্রষ্টুমিবাগতাং অমংসতেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। বৃহতো নিতম্বেন স্তনাভ্যাঞ্চ উভয়ত আক্রান্তমিব কৃচ্ছ্রং কৃশং মধ্যমমুদরং যস্যাস্তাম্। বনিতাং অত্যনুরাগবতীম্, "বনিতা জনিতাত্যর্থানুরাগায়াঞ্চ যোষিতীত্যমরঃ"। অহো রূপমহোঽনুরাগ ইতি ব্রজৌকসাং মনোহরন্তীং অতএবৈতে সহসান্তঃপুরং প্রবিশন্তীমপি ন নিবারয়ামাসুরিতি ভাবঃ॥ বি০ ৫-৬॥

৫-৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তাং শ্রীয়ং রূপিণীং**—কমলকরে চিহ্নিতা সেই সুন্দরী নারীকে গোপীগণ মূর্তিমতী রত্নাদি ধন-সম্পত্তিই যেন সমাগত, এইরূপ **অমংসত**—নিশ্চয় করলেন, এই-রূপে পরের শ্লোকের সঙ্গে অন্বয় হবে। **পতিং**—পতিকে অর্থাৎ শ্রীব্রজরাজের ইষ্টদেব শ্রীনারায়ণকে দর্শনের জন্য। **বৃহন্নিতম্বস্তনকৃচ্ছ্রমধ্যমাং**—স্থূল নিতম্ব ও স্তনের দ্বারা যেন উভয় দিক থেকে আক্রান্ত হয়েই কৃশতা প্রাপ্ত হয়েছে উদর যার সেই সুন্দরী পুতনা। **বনিতাং** অতি অনুরাগবতী নারী—বনিতা, যোষিৎ ও অনুরাগবতী ইত্যাদি একই অর্থ বাচক, অমরকোষ। অহো রূপ অহো অনুরাগ, এইরূপে ব্রজবাসিগণের মনোহারী, অতএব এরা পুতনাকে নিবারণ করলেন না, তাকে সহসা অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেখেও॥

৭। বালগ্রহস্তত্র বিচিন্বতী শিশূন্ যদৃচ্ছয়া নন্দগৃহেঽসদন্তকম্।
বালং প্রতিচ্ছন্ননিজোরুতেজসং দদর্শ তল্পেঽগ্নিমিবাহিতং ভসি ॥

৭। অন্বয় ঃ বালগ্রহঃ (বালঘাতিনী পূতনা) তত্র (গোকুলে) শিশূন্ বিচিন্বতী (মৃগয়মানা) যদৃচ্ছয়া নন্দগৃহে [আগত্য] ভসি আহিতং (ভস্মাচ্ছাদিতং) অগ্নিম্ ইব প্রতিচ্ছন্নং (সংগোপিতং) নিজোরু তেজসং অসদন্তকং (দুষ্টদমনকারিণম্) বালং তল্পে (শয্যায়াং) দদর্শ।

৭। মূলানুবাদ ঃ সেই বালঘাতিনী পূতনা তখন শিশু অন্বেষণ করতে করতে যদৃচ্ছাক্রমে নন্দগৃহে আগমন পূর্বক আবৃত-মহাস্বতেজ, বালমাধুর্য-ধুর্য, দুষ্ট বিনাশন ভগবান্‌কে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মতো দর্শন করল।

৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ সেতি প্রকরণবশাল্লভ্যতে, বালগ্রহ ইতি তদ্‌বিশেষণমেব, অজহল্লিঙ্গত্বান্ন স্ত্রীত্বম্। তত্র গোকুলে শিশূন্ বিচিন্বতী মৃগয়মানা, ততশ্চ যদৃচ্ছয়া স্বৈরিতয়া, ভগবত এব তাদৃশলীলাশক্তিপ্রেরণেনানুসন্ধানং বিনাপীত্যর্থঃ, সহসা শ্রীনন্দগৃহ এবাগত্য বিচিন্বতী তমেব তল্পে দদর্শ। 'যদৃচ্ছা স্বৈরিতা' ইত্যমরঃ। অসদন্তকমপি বালং বাল্যমাধুরীমাবিষ্কুর্ব্বন্তম্, অতএব তল্পে আহিতং সন্তং প্রতিচ্ছন্ননিজোরুতেজসং তদাভিমুখ্যেন চ্ছন্ননিজমহাপ্রভাবং দদর্শ; তত্র দৃষ্টান্তোঽগ্নিমিতি যথা কশ্চিদ্ভস্মন্যাহিতং অগ্নিং তাদৃশং পশ্যতি তদ্বদিত্যর্থঃ। ব্রজৌকসাং মনোহরন্তীমিত্যাদিকমপি লীলাশক্তিকৌতুকমেব ॥

৭। শ্রীজীব বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ বালগ্রহ—প্রকরণ বশে এই পদে পূতনাকেই বুঝা যাচ্ছে, তবে যে স্ত্রীলিঙ্গ দেওয়া হল না, তার কারণ এই পদটি অজহল্লিঙ্গ। **তত্র** - গোকুলে **শিশূন্ বিচিন্বতি—শিশু** খোঁজায় রতা। **যদৃচ্ছয়া**—অতঃপর যথেচ্ছাচারিভাবে—ভগবানেরই তাদৃশ লীলাশক্তির প্রেরণাবশতঃ অনুসন্ধান বিনাও এসে গেল। **সহসা** নন্দগৃহেই এসে খুঁজতে খুঁজতে সেই পুণ্যলক্ষণ জনকেই শয্যায় দেখতে পেল। **অসদন্তকমপিবালং**—দুষ্ট-বিনাশন হলেও বাল্যমাধুরী প্রকাশ করে বিরাজিত—অতএব শয্যায় **আহিতং সন্তং ইত্যাদি** তার প্রতি স্বমহাপ্রভাব আচ্ছাদিত করে অবস্থিত শিশুকে দেখলো পূতনা। এখানে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল,—'অগ্নিমিতি' ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মতো এই যে ব্রজবাসীদের মন হরণ করছিল তৎকালে, সেও লীলাশক্তির এক কৌতুক ॥ জী° ৭ ॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বালগ্রহঃ পূতনা অসদন্তকম্ স্বহন্তারমপি স্ব-বধ্যত্বেন প্রতীয়মানং বালং দদর্শ যতঃ প্রতিচ্ছন্নেতি ভসি ভস্মন্যাহিতমন্তর্পিতং ভস্মাচ্ছাদিতমগ্নিমিবেত্যর্থঃ ॥ বি° ৭ ॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বালগ্রহঃ—বালগ্রহ পূতনা **অসদন্তকম্**—নিজের বধকর্তা হলেও নিজের বধ্য বলে প্রতীয়মান **বালং**—বালককে দেখলো। কারণ **প্রতিচ্ছন্নেতি ভসি** ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মতো নিজ তেজ আবৃত করে অবস্থিত ছিল তৎকালে ॥ বি° ৭ ॥

৮। বিবুধ্য তাং বালকমারিকাগ্রহং চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ।
অনন্তমারোপয়দঙ্কমন্তকং যথোরগং সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জুধীঃ॥

৮। অন্বয় ঃ চরাচরাত্মা সঃ (ভগবান্) তাং (পূতনাং) বালকমারিকাগ্রহং (বালঘাতনপরাং) বিবুধ্য (জ্ঞাত্বা) নিমীলিতেক্ষণঃ অবুদ্ধিরজ্জুধীঃ (অজ্ঞানতঃ রজ্জুবুদ্ধির্জনঃ) যথা সুপ্তং উরগং (সর্পং) গৃহ্লাতি [তদ্বৎ] অন্তকং অনন্তং (ভগবন্তং) অঙ্কং আরোপয়ৎ।

৮। মূলানুবাদ ঃ চরাচরাত্মা সেই শিশুরূপী ভগবান্ পূতনাকে বালঘাতিনী গ্রহ বলে বুঝতে পেরে চোখ বুজলেন। আর সর্পে রজ্জুবুদ্ধি মূর্খ যেমন সর্প তুলে নেয় হাতে তেমনই নিজ কালস্বরূপ শিশুকে কোলে তুলে নিল পূতনা।

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ বালকমারিকাসংজ্ঞং গ্রহং চরাচরস্যাত্মা পরমাত্মা বাল্য-লীলয়া সর্ব্বভাবগ্রহণাৎ মুদ্রিতনেত্রাব্জো বভূব, তচ্চ তস্যাং নিজাত্যন্ত-বালত্বভীরুত্ববোধনায়, তাদৃশদুষ্টদর্শনা-ভাবায়, স্বদৃষ্টি-স্বাভাবিক-তদ্বিধ-ধর্ষণাভাবায়, তদ্ধিতার্থবশ্যককৃত্যেঽপি বধে সর্ব্বসদগুণনিধেঃ স্বস্য সাক্ষাল্লজ্জাচ্ছাদনায়, মরণে তদ্বৈকল্যাদর্শনাভাবায় চ, স্বয়মনন্তং তাদৃশানামন্তকং অবুদ্ধিবিপরীতজ্ঞানপূর্ব্বকং যথাস্যাত্তথা আরোপয়ৎ॥ জী০ ৮॥

৮। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ বালকমারিকাগ্রহং—শিশুঘাতিনী নামক গ্রহ। **চরাচরাত্মা ইত্যাদি**—চরাচরের পরমাত্মা বাল্যলীলায় সর্বভাব গ্রহণ হেতু মুদ্রিত নয়ন হল,— পূতনা সম্বন্ধে নিজের অত্যন্ত বাল্যভাব ও ভীরুতা বুঝানোর জন্য, তাদৃশ দুষ্টের মুখ যাতে দেখতে না হয় সেইজন্য, নিজের দৃষ্টির স্বভাবতঃই তাদৃশ ধর্ষণ বিরুদ্ধ ভাব হেতু (দৃষ্টি পড়লে আর ধর্ষণ হবে না।), ঐ পূতনারই হিতের জন্য তার বধ অবশ্য কৃত্য হলেও সর্বগুণনিধির নিজের সাক্ষাৎ লজ্জা আচ্ছাদনের জন্য এবং মরণকালে পূতনার বৈকল্য যাতে দেখতে না হয় সেইজন্য। **অনন্তম্ ইত্যাদি**—স্বয়ম্ অনন্ত হলেও যিনি তাদৃশ দুষ্টের পক্ষে 'অন্তক' অর্থাৎ ঘাতক, সেই তাঁকে সর্পেরজ্জুবুদ্ধি নির্বোধের মতো **অবুদ্ধি**—বিপরীত জ্ঞানপূর্বক কোলে তুলে নিল॥ জী০ ৮॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ চরাচরাত্মেতি দুষ্টাগমনকালে সর্ব্বজ্ঞতাশক্তেঃ সেবাবসরো দর্শিতঃ। তাং বিবুধ্য বাল্যস্বভাবেনৈব নিমীলিতেক্ষণ আস দিদীপে। নিজাত্যন্ত বালত্ব ভীরুত্বং জ্ঞাপনায় চ তাদৃশ-মঙ্গলদর্শনাভবায় চ স্বদৃষ্টি স্বাভাবিক তদ্বিধ ধর্ষণাভাবায় চ মাতৃভাব দর্শিকায়াস্তস্যাঃ স্বকর্তৃক বধে লজ্জানুৎ-পত্ত্যৈচ তন্মরণ বৈকল্য দর্শনাভাবায় চ মুদিত নেত্রত্বম্। ততশ্চানন্তং তমঙ্কমারোপয়ৎ। অন্তকং স্বস্যেতি সংহারিকাশক্তেঃ সেবাবসরঃ। যস্য দেশতঃ কালতশ্চ অন্তোনাস্তি তমনন্তমপি অঙ্কমারোপয়দিত্যর্থঃ বিরোধে-নাদ্ভুত রসো ব্যঞ্জিতঃ। অন্তকমনন্তমিতি শব্দ বিরোধঃ। যথা সুপ্তমুরগং অবুদ্ধ্যা অল্পবুদ্ধ্যা হেতুনা রজ্জু-ধীর্জনো গৃহ্নাতি তদ্বদিত্যর্থঃ॥ বি০ ৮॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ চরাচরাত্মা—চরাচরের পরমাত্মা। দুষ্ট আগমন কালে

৯। তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতাং বীক্ষ্যান্তরা কোষপরিচ্ছদাসিবৎ।
বরস্ত্রিয়ং তৎপ্রভয়া চ ধর্ষিতে নিরীক্ষ্যমাণে জননী হ্যতিষ্ঠতাম্॥

৯। **অন্বয়ঃ** কোষপরিচ্ছদাসিবৎ (চর্ম্মাবৃত খড়্গ ইব) তীক্ষ্ণ চিত্তাং (ক্রূরচিত্তা) অতিবামচেষ্টিতাং (জনন্যাইব অতি প্রিয়কারিণীং চেষ্টিতং যস্যাঃ সা) তাং অন্তরা (গৃহমধ্যে) বীক্ষ্য তৎপ্রভয়া অবধর্ষিতে অভিভূতে) জননী (যশোদা) রোহিণ্যৌ) নিরীক্ষমানে অতিষ্ঠতাং [ন তু নিবারিতবত্যৌ]।

৯। **মূলানুবাদঃ** মনোজ্ঞ জননীর মতো চেষ্টশীলা, খাপে ঢাকা অসিবৎ বাইরে কোমল ভিতরে তীক্ষ্ণ সেই সুন্দরী পূতনাকে দেখে জননীদ্বয় কিন্তু তার প্রভাবে অভিভূত হয়ে শুধু চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, বাধা দিলেন না।

সর্বজ্ঞতা শক্তির সেবাবসর দেখানো হচ্ছে—সেই পুতনার স্বরূপ বুঝতে পেরে সাধারণ বাল্য স্বভাবেই চোখ বুজে ফেলে দীপ্তি পেতে লাগল। চোখ বুজল কেন? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—নিজের অত্যন্ত ভীরুতা জানাবার জন্য, তাদৃশ অমঙ্গল দর্শন না করার জন্য, নিজদৃষ্টি স্বাভাবিক ভাবেই তাদৃশ ধর্ষণ ক্রিয়া রহিত (অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি যেখানেই পড়বে সেখানেই স্বাভাবিক ভাবেই মঙ্গলেরই উদয় হবে অমঙ্গলের নয়) সেই জন্য, মাতৃভাব অনুকারিণী পুতনাকে নিজকর্তৃক বধে লজ্জার যাতে উৎপত্তি না হয় সেই জন্য এবং পূতনার মরণ-বৈকল্য যাতে দেখতে না হয় সেই জন্য চোখ বুজল। অতঃপর সেই অনন্তকে অঙ্কে ধারণ করলো পূতনা। এইরূপে তাঁর নিজের **অন্তকং**—সংহারিকা শক্তির সেবাবসর হল। যাঁর দেশতঃ কালতঃ অন্ত নেই, সেই অনন্তকেও পূতনার ঐ টুকু কোলে ধারণ, এ এক বিরোধ। এর দ্বারা অদ্ভুত রসের ব্যঞ্জনা হল। অন্তক-অনন্ত, এইরূপে শব্দ বিরোধ হল। **সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জুধীঃ**—যথা অল্পবুদ্ধি হেতু ঘুমন্ত সর্পে রজ্জুবুদ্ধি-জন ঐ সর্পকে হাতে তুলে নেয় সেইরূপ, এইরূপ অর্থ॥ বি° ৮॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ** অথ কার্ৎস্ন্যে, কাকাক্ষিন্যায়েনোভয়ত্রাপ্যন্বয়ঃ। অতীতি চিৎসুখপাঠঃ। বামচেষ্টিতত্বেন দুঃখপ্রদতা নিরস্তা, তত্রান্তরা বীক্ষ্য ইত্যন্তর্দুষ্টতানুমিতিশ্চ খণ্ডিতা, অন্তর্দ্দুষ্ট-জনস্য সহসা পরগৃহান্তঃপ্রবেশ-সাহসাসামর্থ্যাৎ, তত্রাপি বরস্ত্রিয়মিত্যবিশ্বসনীয়তা চ নিরাকৃতা, বিশেষতশ্চ তৎপ্রভয়া মাতৃবৎ স্নেহপ্রাকট্যপ্রতিভয়াবধর্ষিতে। জননী ইতি প্রথমাদ্বিবচনস্য পূর্ব্বসবর্ণশ্ছান্দসঃ, সুপাং সুলুক্ পূর্ব্বসবর্ণেত্যাদিনা॥ জী° ৯॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ বামচেষ্টিতাং**—লক্ষ্মীর মতো চেষ্টশীলা বলে একে-তো দুঃখপ্রদ-ভাব রহিত বুঝা যাচ্ছিল। তাতে আবার গৃহমধ্যে এসে উপস্থিত, এতে তার ভিতরের দুষ্টতাও অনুমানের মধ্যে এল না—কারণ মনে যার দুষ্টামি থাকে সেরূপ জনের সহসা পরগৃহের ভিতরে প্রবেশের সাহস হয় না। এর মধ্যেও আবার **বরস্ত্রিয়ং**- সুন্দরী স্ত্রীলোক—অতএব সন্দেহের কোন কারণই থাকল না। **তৎ প্রভয়া চ ধর্ষিতে**—'তৎপ্রভয়া'—মাতৃবৎ স্নেহ-প্রকাশ-প্রতিভা দ্বারা অভিভূতা হলেন উপস্থিত জননীদ্বয়॥ জী° ৯॥

১০। তস্মিন্ স্তনং দুর্জরবীর্য্যমুল্বণং ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দদাবথ।
গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবন্ প্রপীড্য তৎপ্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ ॥

১০। অন্বয় ঃ ঘোরা (অতিক্রূরা পূতনা) তস্মিন্ (তস্মিন্নেব স্থানে) অঙ্কমাদায় (ক্রোড়ে নিধায়) দুর্জ্জরবীর্য্যং (অত্যুগ্রবিষযুক্তম্) উল্বণং (দুঃসহং) স্তনং শিশোঃ (কৃষ্ণস্য মুখে) দদৌ অথ রোষসমন্বিত ভগবান্ করাভ্যাং তৎ (স্তনং) গাঢ়ং প্রপীড্য (পীড়য়িত্বা) প্রাণৈঃ সমং (সহ) অপিবৎ।

১০। মূলানুবাদ ঃ সেই স্থানেই ভয়ঙ্করী পূতনা বালককে টেনে কোলে তুলে নিয়ে স্পর্শমাত্র প্রাণনাশক দুর্জর বিষ মাখানো স্তন মুখে তুলে দিল। ভগবান্ ক্রোধান্বিত হয়ে দুহাতে সেই স্তন গাঢ় ভাবে নিপীড়ন করত তার পঞ্চ প্রাণের সহিত পান করতে লাগল।

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নন্বু যশোদারোহিণ্যৌ কথং তাং ন ন্যবারয়েতাং তত্রাহ তামিতি। বামং বল্গু জনন্যা ইব চেষ্টিতং যস্যাস্তাম্। অন্তরা গৃহমধ্য এববীক্ষ অন্তস্তৈক্ষ্ণে বহির্মার্দ্দবে চ দৃষ্টান্তঃ মৃদু চর্ম্ম-ময়ঃ কোষঃ পরিচ্ছদ আবরণং যস্য তথাভূতমসিমিবেতি তস্যাঃ প্রভয়াবধর্ষিতে অভিভূতে মৎপুত্রস্যাভ্যুদয়ায় কিমিয়মম্বিকা কিমিয়মিন্দ্রাণী মূর্ত্তিমতী ত্রৈলোক্য সম্পত্তি র্বা বাৎসল্যেন স্তন্যং পায়য়তীতি মোহিতে সত্যৌ জননী জনন্যৌ নিরীক্ষ্যমাণে এব কেবলমতিষ্ঠতাং ন তু নিবারিতবত্যৌ ॥ বি° ৯ ॥

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রশ্ন, যশোদা রোহিণী তাকে কেন নিবারণ করলেন না, উত্তরে —তাম্ ইতি। **তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতম্**—মনোজ্ঞ জননীর মতো চেষ্টাশীল—ভিতরে তীক্ষ্ণ বাইরে কোমল তাকে **অন্তরা**-গৃহমধ্যে দেখে। এর দৃষ্টান্ত,কোমল চর্মের খাপের আবরণে তীক্ষ্ণ অসির মতো। **তৎ-প্রভয়া ইত্যাদি**—তার প্রভাবে অভিভূত হয়ে জননীদ্বয় মনে করলেন আমার পুত্রের মঙ্গলের জন্য এ-কি অম্বিকা বা ইন্দ্রানী বা মূর্তিমতী ত্রৈলোক্য লক্ষ্মী বাৎসল্যে স্তন পান করাচ্ছে—এইরূপে মোহিত হয়ে শুধু তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বাধা দিলেন না ॥ বি° ৯ ॥

১০। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ তস্মিন্নেব স্থানে ইতি ধার্ষ্ট্যমুক্তম্, উল্বণং স্পর্শেনাপি মারকমিত্যর্থঃ; অতএব বীর্য্যং তদ্বিষরূপমেবেতি, তথা তৈর্ব্যাখ্যাতম্। আদায় আকৃষ্য, অতো দ্বিকর্ম্মকত্বমপি তৎ, তং স্তনং ব্রজবালকানামপি বধার্থমাগতত্বেন রোষসমন্বিতঃ সন্ প্রাণৈঃ সমম্ অপিবৎ, যতো দন্তিন্যাং তস্যাং দন্তৈনৈব প্রাণাপহারো যোগ্য ইতি ভাবঃ; রোষসমন্বিতত্বঞ্চ তৎস্তন্যপ্রাণপানার্থমেবোক্তং, ততশ্চ রোষ-রূপং তত্তেজ এব তান্ দুষ্টভাবময়ান্ অপবিত্রানপিবৎ অশোষয়দিত্যর্থঃ। কুঠারসমন্বিতো বৃক্ষমচ্ছিনদিতিবৎ, স্বয়ন্তু তদনুকরণমাত্রং কৃতবানিত্যর্থঃ; ফলন্তু তদনুকরণমাত্রাদপি স্যাদিতি সর্ব্বত্রৈবেত্থং ব্যাখ্যেয়ম্। রোষশ্চায়-মাপাতত এব, পরিণামতস্তু পরমকৃপামেবাকরোদিত্যাহ-ভগবানিতি, কারুণ্যাদিস্বগুণাব্যভিচার্য্যেব সন্নিত্যর্থঃ। এতচ্চাগ্রে ব্যঙ্গ্যং, কিঞ্চেদং বাল্যলীলাবেশেঽপি তাদৃশশক্তৌ হেতুঃ, তদাবেশেঽপি সর্ব্বাসাং শক্তীনাং সসময়-

প্রতীক্ষকত্বাল্লীলানুরূপা প্রবৃত্তিঃ স্যাদেবেতি ভাবঃ। অন্যৈস্তুঃ। তত্রাপথ্যমিতি—মত্ত্বেব ইত্যন্তে বিষময়জন্তোঃ প্রাণা হি তদ্বিষঘাত্যা ন ভবন্তি; ততস্তদাত্মতাপাদনায় তৎপ্রাণানেব স্বপ্রাণেষু মিশ্রয়ামীতি চ মত্বৈবেতি ভাবঃ॥ জী০ ১০॥

১০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তস্মিন্**—সেই স্থানেই—মায়েদের চোখের সামনেই, এইরূপে তার ধৃষ্টতা বলা হল। **উল্বণং**—স্পর্শমাত্র প্রাণ নাশক। অতএব **বীর্যং**—সেইরূপ সাংঘাতিক বিষস্বরূপ। আদায়—টেনে ধরে। ব্রজবালকগণকে বধ করতে আগত বলে ক্রোধান্বিত হয়ে পঞ্চপ্রাণের সহিত পান করলেন। কারণ দন্তের দ্বারাই দাম্ভিক তার প্রাণ হরণ করা যুক্তিযুক্ত। এবং রোষসমন্বিত ভাব বলা হল, সেই স্তন্যপ্রাণ পানের জন্যই। অতঃপর সেই রোষরূপ সেই তেজই সেই দুষ্টভাবময় অপবিত্র পঞ্চপ্রাণ শোষণ করে নিল, (গোপাল নয়) এইরূপ ভাব। এখানে গোপালের তো স্তন চুষণের অনুকরণ মাত্র হল, কুঠার সমন্বিত ব্যক্তি গাছ কাটলো বললে যেমন বুঝা যায় কুঠারই গাছ কেটেছে। আর এই রোষও আপাতত-ই পরিণামে তো পূতনার প্রতি পরম কৃপাই করা হল। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ভগবান্ ইতি। কারণ ইনি যে ভগবান্, যাতে কারুণ্যাদি নিজগুণ অব্যভিচারী ভাবে নিত্য বিরাজমান থাকে। ইহা আগেও প্রকাশিত আছে। আরও,এই বাল্যলীলাবেশেরমধ্যেওতাদৃশ শক্তিতেহেতু,সেই আবেশেও সর্বশক্তির সেবাসময়-প্রতিক্ষাভাব থাকায় লীলানুরূপ সেবা করার ইচ্ছা হয়। 'বিষমপথ্যমিতি মত্ত্বেব তস্যাঃ প্রাণৈঃ সহ অপিবৎ।'—স্বামিপাদ। অর্থাৎ বিষ অপথ্য, এরূপ মনে করে পূতনার প্রাণ সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে পান করলেন—শ্রীধর স্বামিপাদের এই কথার উপরে শ্রীজীব বলছেন—বিষময় জন্তুর প্রাণ কখনও-ই তার বিষ নাশ করতে পারে না। অতএব তাদাত্মতা পাওয়াবার জন্য সেই পঞ্চপ্রাণকে নিজ প্রাণে মিশিয়ে নিব, এইরূপ মনে করে, এইরূপ ভাব॥ জী০ ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তস্মিন্নেব স্থানে দুর্জ্জরং বিষরূপং বীর্য্যং যস্য তৎ। ঘোরা পূতনা শিশোঃ শিশবে গাঢ়ং প্রপীড্যেতি তয়া ত্যাজয়িতুমশক্যঃ সন্নিতি ভাবঃ। রোষসমন্বিত ইতি মদীয় ব্রজবালকানপীয়ং জিঘাংসতীতি রোষময়ী দুষ্ট সংহারিকাশক্তিরেবাপবিত্রান্ প্রাণান্ স্তনঞ্চাপিবদশোষয়ৎ ন তু স ইতি কুঠারসমন্বিতো বৃক্ষমচ্ছিনদিতি বৎ॥ বি০ ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তস্মিন্**—সেই স্থানেই। **দুর্জ্জরং**—বিষরূপ বীর্য যার সেই **ঘোরা**—ভয়ঙ্কর পূতনা। **শিশোঃ**—শিশুকে দিল। **গাঢ়ং প্রপীড্য ইতি**—জোরে চেপে ধরে, যাতে পূতনা ছাড়াতে না পারে। **রোষ সমন্বিত**—মদীয় ব্রজবালকদের স্তন পান করিয়ে হত্যা করবে, এইরূপ ভাবনা থেকেই রোষময়ী দুষ্ট সংহারিকা কৃষ্ণশক্তিই পূতনার অপবিত্র পঞ্চপ্রাণ এবং স্তন চুষে নিল। তিনি নিজে কিন্তু নন—যেমন নাকি কুঠার সমন্বিত ব্যক্তি গাছ কাটলো বললে বুঝা যায়, কুঠারই গাছ কেটেছে॥ বি০ ১০॥

১১। সা মুঞ্চ মুঞ্চালমিতিপ্রভাষিণী নিষ্পীড্যমানাখিলজীবমর্ম্মণি।
বিবৃত্য নেত্রে চরণৌ ভুজৌ মুহুঃ প্রস্বিন্নগাত্রা ক্ষিপতী রুরোদ হ॥
১২। তস্যাঃ স্বনেনাতিগভীর রংহসা সাদ্রির্মহী দ্যৌশ্চ চচাল সগ্রহা।
রসা দিশশ্চ প্রতিনে দরে জনাঃ পেতুঃ ক্ষিতৌ বজ্রনিপাতশঙ্কয়া॥

১১। **অন্বয় ঃ** সা (পূতনা) অখিল জীবমর্ম্মণি (সর্ব্বপ্রাণমর্ম্মস্থানে) নিষ্পীড্যমানা (কৃষ্ণেন নিহন্যমানা) মুঞ্চ মুঞ্চ অলং (পানেন অলং) ইতি প্রভাষিণী, নেত্রে বিবৃত্য (বিস্ফার্য্য) চরণৌ ভুজৌ চ মুহুঃ ক্ষিপতী (চালয়ন্তী) নিস্বিন্নগাত্রা (ঘর্ম্মাক্ত কলেবরাসতী) রুরোদহ।

১২ **অন্বয় ঃ** তস্যাঃ (পূতনায়াঃ) অতিগভীররংহসা (প্রচণ্ড বেগবতা) স্বনেন (শব্দেন) সাদ্রিঃ (পর্ব্বত সহিতা) মহী সগ্রহা (গ্রহ সহিতা) দ্যৌশ্চ (আকাশঞ্চ) চচাল, রসাঃ (রসাতলানি) দিশশ্চ প্রতিনেদিরে (প্রতিধ্বনিতাঃ), জনাঃ বজ্রনিপাত শঙ্কয়া ক্ষিতৌ পেতুঃ (মূর্চ্ছিতাঃ পতিতাঃ বভূবুঃ)।

১১। **মূলানুবাদ ঃ** তখন সেই পূতনা জীবনের অখিল মর্মস্থানে নিপীড়িত হয়ে 'ছাড় ছাড়, আর না' বলে দু চোখ বিস্ফারিত করে মুহুর্মুহু হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে ঘর্মাক্ত দেহা হয়ে উচ্চস্বরে আর্তনাদ করে কাঁদতে লাগলো।

১২। **মূলানুবাদ ঃ** সেই পূতনার অতি গভীর বেগবান্ শব্দে পর্বত সহ পৃথিবী এবং গ্রহ সহ আকাশ কাঁপতে লাগল। রসাতল ও দিগ্‌দিগান্তর প্রতি ধ্বনিত হতে লাগল। লোকজন বজ্রপাত ভয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

---

১১ **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** মুঞ্চ মুঞ্চেতিবদলমিত্যপি নিবারণেঽত্র তু বীপ্সায়া অভাবঃ, পুনর্ব্বক্তুমশক্তত্বাৎ, অখিলজীবমর্ম্মণি জীবনাশ্রয়ে রুরোদ, উচ্চৈঃ সরোদনমার্ত্তনাদং চকার, হ হর্ষে॥ জী১১॥

১১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** (মুঞ্চমুঞ্চেতি বদলমিত্যপি নিবারণে তু বীপ্সয়া অভাবঃ, পুনর্ব্বক্তুমশক্তত্বাৎ) 'ছাড় ছাড়' এখানে যেমন দুবার বললো, 'অলম্' বলবার বেলায় কিন্তু আর দুবার বলা হল না, কারণ একবার বলবার পরই আর তার শক্তি হল না পুনরায় উচ্চারণের। **রুরোদ—** উচ্চস্বরে রোদনের সহিত আর্তনাদ করতে লাগল। **হ—হর্ষে,** শ্রীশুকদেবের হর্ষোত্থ শব্দ॥ জী০ ১১॥

১১ **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নিষ্পীড্যমানা অর্থাদ্বালকেন চরণৌ ভুজৌ চ মুহুর্মুহু নিক্ষিপতী॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** বালকের দ্বারা নিপীড়িতা হয়ে **চরণৌ ইত্যাদি—**পূতনা মুহুর্মুহু হাত-পা ছুড়তে লাগল॥ বি০ ১১॥

১২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** রসাশ্চেলুঃ, প্রতিনেদুশ্চ দিশশ্চ প্রতিনেদুরেবেত্যর্থঃ। বজ্রেতি লোকে তদূর্দ্ধশব্দস্যাপ্রসিদ্ধেঃ॥ জী০ ১২॥

১২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ রসা দিশশ্চ—**রসাতল সকল কম্পিত হতে লাগল এবং প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—এবং দশদিকও প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। **বজ্র ইতি—**এই জগতে ঐরূপ উচ্চ শব্দ অপ্রসিদ্ধ থাকায় বজ্রপাত মনে করে ভয়ে মাটিতে পড়ে গেল সকল লোক॥ জী০ ১২॥

১৩। নিশাচরীত্থং ব্যথিতস্তনা ব্যসুর্ব্যাদায় কেশাংশ্চরণৌ ভুজাবপি।
প্রসার্য্য গোষ্ঠে নিজরূপমাস্থিতা বজ্রাহতো বৃত্র ইবাপতন্নৃপ ॥

১৪। পতমানোঽপি তদ্দেহস্ত্রিগব্যূত্যন্তরদ্রুমান্।
চূর্ণয়ামাস রাজেন্দ্র মহদাসীৎ তদদ্ভুতম্॥

১৩। **অন্বয় ঃ** হে নৃপ ! ইত্থং (এবম্প্রকারেণ) ব্যথিতস্তনা নিশাচরী (পূতনা) নিজরূপং আস্থিতা (ধৃত্বা) কেশান্ চরণৌ ভুজৌ অপি (চ) প্রসার্য্য (বিস্তার্য) ব্যাদায় (মুখং বিবৃত্য) ব্যসুঃ (বিগতপ্রাণাসতী) বজ্রাহতঃ বৃত্রঃ ইব গোষ্ঠে অপতৎ (পপাত)।

১৪। **অন্বয় ঃ** রাজেন্দ্র ! তদ্দেহঃ (পূতনায়াঃ শরীরং) পতমানোঽপি (ভূমৌ পতনোন্মুখোঽপি) ত্রিগব্যূত্যন্তরদ্রুমান্ (ষট্‌ক্রোশমধ্যবর্ত্তীন্ বৃক্ষান্) চূর্ণয়ামাস তৎ মহৎ অদ্ভুতম্ আসীৎ।

১৩। **মূলানুবাদ ঃ** হে রাজন্ ! এইরূপে ব্যথিত-স্তনা পূতনা মৃত্যু-যন্ত্রণা হেতু নিজ নিশাচরী রাক্ষসীরূপ ধারণ করত বিরাট হা করে মাথার চুল এলিয়ে ও ডানারূপ হাত-পা ঝট্‌পট্ করে বজ্রাহত বৃত্তাসুরের ন্যায় বিগত-প্রাণা হয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল গোষ্ঠের নিকটে, লোকালয় ছেড়ে।

১৪। **মূলানুবাদ ঃ** সেই পুতনার দেহ নন্দপুরী থেকে উড়ে গিয়ে গ্রামের বাইরে পড়তে পড়তেও ছয়ক্রোশ পরিমিত স্থানের বৃক্ষমাত্রকেই ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল—এ এক মহান্ আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** রসা রসাতলানি চ ॥ বিং ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ রসা**—রসাতল সমূহ ॥ বিং ১২ ॥

১৩। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ** নিজরূপং উলূকী স্বরূপম্, 'তোকেন জীবহরণং যদুলূকিকায়াঃ' (শ্রীভা° ২।৭।২৭) ইত্যাদ্যুক্তেঃ; গোষ্ঠে লক্ষণয়া গোষ্ঠসমীপদেশে গোদোহার্থাবরোধনস্থলে, ন তু জনবাসে। দ্রুমাণামেব চূর্ণিতত্বেন কথ্যমানত্বাৎ চরণয়োঃ পক্ষাত্মকভুজয়োশ্চ বিক্ষেপণোৎপতনাৎ সা খেচর্য্যেকদোৎপত্যেতি পূর্ব্বদর্শিতত্বাচ্চ, হে নৃপ এতাদৃশকথোদ্বোধনেন নৃন্ পাসীতি ভাবঃ ॥ জীং ১৩ ॥

১৩। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ নিজরূপং**—মাটিতে পড়বার সময় পূতনা নিজ রূপ ধারণ করল, সেই নিজরূপটি কি ? উলূকী অর্থাৎ পেঁচা স্বরূপ।—"ছোট্ট শিশুরূপেই ভয়ঙ্কর উলূকীকে বিনাশ করল।"—(শ্রীভা° ২।৭।২৭) ইত্যাদি উক্তি থাকা হেতু। **গোষ্ঠে**—'গোষ্ঠপদের অর্থ লক্ষণাবৃত্তিতে করতে হবে অর্থাৎ গোষ্ঠের নিকটস্থ নির্জন প্রান্তরে গো-দোহনের মাঠে, যা তৎকালে শূন্য ছিল—লোকের বসতিস্থলে নয়। বৃক্ষাদি ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যাওয়াতে বুঝা যাচ্ছে তার পদদ্বয় পাখীর ডানা সদৃশ। সেই ডানা ও হাত ঝট্‌পট্ করতে করতে এসে পড়ল ভূমিতে রাক্ষসী। **হে নৃপ**—রাজা পরীক্ষিত এতাদৃশ কথা উঠিয়ে 'নৃন্ পাসি' অর্থাৎ জনগণকে পালন করছেন, তাই এই সম্বোধন ॥ জীং ১৩ ॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নিজরূপমাস্থিতা মৃত্যুপীড়িতয়া তয়া নিজমায়য়া রক্ষিতুমশক্যত্বাৎ ॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ নিজরূপমাস্থিতা**—মৃত্যু যন্ত্রণা হেতু ঐ রাক্ষসী নিজমায়া সৃজিত সুন্দরীরূপ রক্ষা করতে অসমর্থ হওয়াতে নিজ রাক্ষসীরূপে ফিরে গেল ॥ বিং ১৩ ॥

১৫। ঈষামাত্রোগ্রদংষ্ট্রাস্যং গিরিকন্দরনাসিকম্।
গণ্ডশৈলস্তনং রৌদ্রং প্রকীর্ণারুণমূর্দ্ধজম্॥
১৬। অন্ধকূপগভীরাক্ষং পুলিনারোহভীষণম্।
বদ্ধসেতুভুজোর্বঙ্ঘ্রি শূন্যতোয়হ্রদোদরম্॥
১৭। সন্তত্রসুঃ স্ম তদ্বীক্ষ্য গোপ গোপ্যঃ কলেবরম্।
পূর্ব্বন্তু তন্নিঃস্বনিত ভিন্নহৃৎকর্ণমস্তকাঃ।

১৫-১৭। অন্বয় ঃ ঈষামাত্রোগ্রদংষ্ট্রাস্যং (লাঙ্গলদণ্ডপরিমিতোগ্রদন্তবিশিষ্টাননং) গিরিকন্দর-নাসিকং (পর্ব্বতগুহাবৎ নাসারন্ধ্রং) গণ্ডশৈলস্তনং (পর্ব্বতচ্যুতপ্রস্তরখণ্ডবদ্বিশাল স্তনং) রৌদ্রং (ভীষণং) প্রকীর্ণা অরুণমূর্দ্ধজং (ইতস্ততোব্যাপ্ত রক্তবর্ণকেশান্বিতম্) অন্ধকূপগভীরাক্ষং পুলিনারোহ-ভীষণং (পুলিনবৎ নদীতট-বৎ আরহৌ জঘনে তাভ্যাং ভীষণং) বদ্ধসেতুভুজোর্বঙ্ঘ্রি (বদ্ধাঃ সেতব ইব ভুজৌ উরূ অঙ্ঘ্রী পাদৌ চ যস্মিন্ তথাভূতং) শূন্যতোয়-হ্রদোদরং (জলশূন্যঃ হ্রদ ইব উদরং যস্মিন্ তৎ) তৎ কলেবরং বীক্ষ্য পূর্বংতুতন্নিঃস্বনিত ভিন্নহৃৎ কর্ণ মস্তকাঃ (তস্যাঃ শব্দেন নির্ভিন্নানি হৃৎকর্ণমস্তকাণি যেষাং (তে) গোপাঃ গোপ্যঃ সন্তত্রসুঃ স্ম (ভীতাঃ বভূবুঃ)।

১৫-১৭। মূলানুবাদ ঃ লাঙ্গলের দণ্ডবৎ বড় বড় ভীষণ দন্তযুক্ত মুখ, পর্বতগুহা তুল্য নাসাগর্ত, ক্ষুদ্র পর্বততুল্য স্তনমণ্ডল, তাম্রবর্ণ এলোঝেলো কেশরাশি, অন্ধকূপতুল্য কোটরগত নেত্রদ্বয়, পুলিন সদৃশ বিশাল কটিতট, বাঁধা সেতু তুল্য বৃহৎ হাত-পা-উরু এবং জলশূন্য হ্রদতুল্য উদর প্রভৃতি ভয়ঙ্কর প্রত্যঙ্গ সমন্বিত পূতনার দেহ দেখে গোপগোপীগণ, যাঁদের হৃৎকর্ণমস্তক পূর্বেই বিঘূর্ণিত হয়েছিল, তাঁরা মহাভীত হয়ে পড়লেন।

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তত্রান্যদাশ্চর্য্যমাহ—পতেতি। ন কেবলং জীবন্নেব জীবান্ জঘান, ম্রিয়মানোঽপ্যতিতরামিত্যপিশব্দার্থঃ, তদেব ষট্‌ক্রোশীক্রমচূর্ণিতত্বং, তত্রাপি তন্মাত্র চূর্ণিতত্বং চ যত্তদদ্ভুতং মহদেবাসীৎ, স এব চ তস্যাঃ শ্রীভগবল্লীলাশক্তেরেব মহিমা ইত্যবগময়িতুং স্তৌতি—রাজেন্দ্রেতি॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এ বিষয়ে অন্য একটি আশ্চর্য কথা বলা হচ্ছে—পতেতি। ঐ রাক্ষসী কেবল যে জীবিত-কালেই জীব হত্যা করে বেড়াতো তাই নয়, ম্রিয়মান অবস্থায়ও জীব হত্যায় আরও অধিক বল প্রকাশ করল—'অপি' পদের এখানে এরূপ ধ্বনি। এইরূপেই ছয়ক্রোশের মধ্যে যত বৃক্ষ সব ভেঙ্গে তছনছ করে দিল—এইটুকু সীমার মধ্যে ভাঙ্গা যে সীমিত রাখা, সেও এক মহা অদ্ভুত ব্যাপার—সেও যে শ্রীভগবানের সেই লীলাশক্তিরই মহিমা, ইহা জানাবার জন্য মহারাজ পরীক্ষিতকে স্তুতি মুখে সম্বোধন করছেন হে রাজেন্দ্র বলে জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ পতমানঃ পীড়াবৈয়গ্র্যবশাদত্তঃ পুরাত্তস্মাদুৎপ্লুত্য গ্রামমপুল্লজ্য তদ্বহিঃপ্রদেশে পতন্নিত্যর্থঃ। অপি কারেণ ন কেবলং জীবন্ত্যেব সা জীবান্ জঘান অপিতু মৃতাপীতি ভাবঃ।

ষট্‌ক্রোশ মধ্যবর্ত্তিনো দ্রুমান্ তাবতাং দ্রুমাণাং চূর্ণনং দ্রুমমাত্র চূর্ণনং গ্রামোল্লঙ্ঘনং চেত্যত্যদ্ভুতং দ্রুমাশ্চ তে কংসারামস্থা স্তদ্ভোগ্য ফলা ইতি বৈষ্ণবতোষণী ॥ বি° ১৪ ॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ : পতমানঃ**—মৃত্যু যন্ত্রনা-ব্যস্ততা বশতঃ সেই অন্তঃপুর থেকে উড়ে গিয়ে গ্রামও উল্লঙ্ঘন করে তার বহির্দেশে গিয়ে পড়ল পুতনা। 'অপি' কারের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে—কেবল যে জীবিত কালেই প্রাণী বধ করতো তাই নয়, মৃত অবস্থাতেও করল। ছয়ক্রোশের মধ্যে যত বড় গাছপালা ছিল সব চূর্ণ করল।—বৃক্ষমাত্রকেই চূর্ণন এবং উল্লঙ্ঘন, এক অদ্ভুত ব্যাপার। সেই বৃক্ষাদিও কংসের বাগানের, তার ভোগ্য ফলবান্ বৃক্ষ ॥ বি° ১৪ ॥

১৫-১৭। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা :** ঈশেতি ত্রিকম্। রৌদ্রত্বমেব দর্শয়তি—ঈশেত্যাদ্যষ্ট-বিশেষণৈঃ তত্র চ ভীষণমিতি পুনরুক্তির্জঘনয়োরতিভয়ঙ্করত্বাভিপ্রায়েণ পূর্ব্বং তস্যা নিষ্ঠুরতরনাদেনাধুনা চ তদ্বালহরণমজানন্তো গোপা গোপ্যশ্চ তাদৃগ্দেহদর্শনেন দৈত্যজ্ঞানতঃ শ্রীকৃষ্ণার্থং স্নেহভরেণ সম্যক্ ত্রস্তা বভূবুরিত্যর্থঃ। স্মেতি প্রসিদ্ধৌ, এতদ্ব্যক্তমেবেত্যর্থঃ ॥

১৫-১৭। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ :** 'ঈশা'ইত্যাদি অষ্টবিশেষণে ভয়ঙ্কর ভাব দেখান হয়েছে। এর মধ্যেও আবার 'ভীষণ', এই পুনরুক্তি কটিতটের অতি ভয়ঙ্করত্ব বুঝানো হল। পূর্বে পূতনার নিষ্ঠুর নাদে গোপ-গোপীগণ বুঝতে পারেন নি, এ দৈত্য না অন্য কিছু, অধুনাও এই বাল-হরণ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না, কিন্তু রাক্ষসী উড়ে চলে যাওয়ার পর তাদৃশ ভয়ঙ্কর শরীর দেখে তাঁদের রাক্ষসী জ্ঞান হল উহাকে। এই হেতু তাঁরা তখন কৃষ্ণের জন্য স্নেহভরে অতিশয় ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠলেন। **স্ম**—তাদের ত্রস্ত-ব্যস্ততা প্রকাশ্যেই দেখতে পাওয়া গেল ॥ জী° ১৫-১৭ ॥

১৫-১৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা :** তস্যা কলেবরং বীক্ষ্য গোপাগোপ্যশ্চ নত্রসুঃ। ঈশা লাঙ্গল দণ্ড স্তৎপ্রমাণা উগ্রা দংষ্ট্রা যস্মিং স্তদাস্যং যস্য। পুলিনবদারোহোজঘনং তেন ভীষণম্। বদ্ধাঃ সেতব ইব ভুজাবুরু অঙ্ঘ্রী চ যস্মিন্ তৎ শূন্যতোয়হ্রদ ইব উদরং যস্মিন্ তৎ। পূর্ব্বন্তু তস্যাঃ শব্দেন ভিন্নানি বিদীর্ণানি হৃদাদীনি যেষাং তে তাশ্চ ॥ ১৫-১৭ ॥

১৫-১৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ :** তার ভয়ঙ্কর দেহ দেখে গোপগোপীগণ ভয় পেয়ে গেলেন। **ঈষা**—লাঙ্গল দণ্ডের মতো বড় বড় দাতযুক্ত মুখ—পর্বতগুহার মতো গভীর নাসারন্ধ্র, পুলিনের মতো প্রশস্ত **আরোহ**—কটিদেশ, এই সবের দ্বারা ভীষণ দর্শন—বাঁধা সেতুর মতো হস্তপদদ্বয় এবং উরু। জলশূন্য হ্রদের মতো উদর। এই ভীষণ দেহ দেখবার পূর্বেই তার ভীষণ শব্দে যাঁদের হৃদ্‌কর্ণমস্তক বিঘূর্ণিত হয়েছিল সেই গোপ এবং গোপীগণ মহাভীত হলেন ঐ দেহ দেখে ॥ বি° ১৫-১৭ ॥

১৮। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা :** অথ বালহরণবৃত্তং জানন্ত্যঃ শ্রীযশোদানিকটস্থা গোপ্যস্তু মোহব্যাপ্তে শ্রীযশোদারোহিণ্যৌ পরিত্যজ্য বিদ্রুতাস্তন্মৃতকদেহাত্তং বালং গৃহীত্বা গৃহমানীতবত্য ইত্যাহ—বালং চেতি। তত্র বালমিতি, তথাপি তল্লীলামাত্রাবিষ্কারেণ তাসাং তদ্বৃদ্ধ্যা চ স্নেহবৃদ্ধিঃ সূচিতা, বালত্বাদেবাকুতোভয়ং, বস্তুতস্তু ন কুতোঽপি ভয়মন্যেষামপি যস্মাৎ তম্। অতএব তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তং

১৮। বালঞ্চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ম্।
গোপ্যস্তূর্ণং সমভ্যেত্য জগৃহুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥

১৮। অন্বয় ঃ গোপ্যঃ তস্যাঃ উরসি ক্রীড়ন্তং অকুতোভয়ং বালং [বীক্ষ্য ইতি পূর্ব্বেণ অন্বয়ঃ] জাত-সম্ভ্রমাঃ (জাতপরমানন্দাশ্চ) তূর্ণং সমভ্যেত্য (সমীপাগত্য) জগৃহুঃ (নন্দনন্দনং বক্ষসি ধৃতবত্যঃ)।

১৮। মূলানুবাদ ঃ অতঃপর সেই মৃত রাক্ষসীর বক্ষোদেশে নির্ভয়ে ক্রীড়ারত অবস্থায় বালককে দেখতে পেয়ে গোপীগণ বিস্ময়ান্বিত হয়ে ঝটিতি নিকটে গিয়ে তাঁকে কোলে উঠিয়ে নিলেন।

সহসাবলোকপূর্ব্বক-শ্রীহস্তপাদনর্ত্তনাদিনা ক্রীড়াং কুর্ব্বন্তম্, অতএব জাতঃ সংভ্রমো বিস্ময়ো হর্ষাবেগো বা যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ, সাক্ষাৎ পতিতপূতনামহোচ্চদেহারোহণেঽপ্যতির্য্যক্‌তয়াভিমুখং গত্বা জগৃহুর্যতো গোপ্যঃ শ্রীকৃষ্ণে সহজস্নেহাকুলত্বেন প্রসিদ্ধাস্তেনৈব সর্ব্বশক্তিমত্যশ্চেত্যর্থঃ; তথৈব ন্যাসাদি-তত্ত্বজ্ঞানমপি বক্ষ্যতে; এতা হি প্রায়ঃ শ্রীব্রজেশ্বরীসবয়স্কা জ্ঞেয়া, মাতৃবৎ স্নেহেন রক্ষাদ্যাচরণাৎ ॥ জী০ ১৮ ॥

১৮। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর যশোদাকে ঘিরে যে সব গোপীরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা কৃষ্ণকে হরণের ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মূর্চ্ছাগত যশোদা রোহিণীকে ত্যাগ করে দৌড়ে গিয়ে সেই মৃত পূতনার বক্ষ থেকে বালককে তুলে নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—বালং ইতি। **বালং ইত্যাদি**—ছোট্ট শিশু হলেও তাঁর এই রাক্ষসীর বুকে খেলে বেড়ানোরূপ লীলা আবিষ্কার হেতু এবং গোপীরা তা বুঝতে পারা হেতু তাঁদের হৃদয়ে স্নেহবৃদ্ধি সূচিত হচ্ছে। বালভাব হেতুই অকুতো ভয়, অর্থাৎ নির্ভীক। বস্তুতস্ত অন্যেরও যাঁর থেকে কিঞ্চিৎমাত্র ভয় নেই, এ সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব ভয়ঙ্করী পূতনার বক্ষে খেলা করতে লাগলেন, সহসা গোপীদের দিকে নজর পড়তেই হাত-পা নাচিয়ে খেলা করতে লাগলেন। অতএব **জাত সম্ভ্রম**—বিস্ময় অথবা হর্ষ আবেগে আকুল হয়ে গোপীগণ **সমভ্যেত্য জগৃহুঃ**—সম্মুখে পতিত পূতনার পর্বতাকার দেহ আরোহণও সোজাপথে করলেন, আঁকাবাঁকা পথে নয়—এমনই উদ্বেগ আকুলতা। সোজা উঠে গিয়ে বালককে কোলে তুলে নিলেন—কারণ গোপীগণ কৃষ্ণে সহজ স্নেহাকুল বলে প্রসিদ্ধ, আর সেই হেতুই সর্বশক্তিমতী, এইরূপ অর্থ। তাই এই গোপীগণের ন্যাসাদি-তত্ত্বজ্ঞানও আছে বলে কথিত হয়। এরা সব প্রায় শ্রীব্রজেশ্বরীর সহিত সমবয়স্কা—কারণ এদের মাতৃবৎ স্নেহে রক্ষাদি বন্ধন করতে দেখা যায় ॥ জী০ ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ উরসি পর্ব্বতবত্তুঙ্গে ক্রীড়ন্তম্। প্রবেষ্টুং সূতিকাগারমনীশানাং বনৌকসাম্। দিদৃক্ষা পূর্ত্তয় ইব নিষ্ক্রান্তং স্বপুরাদ্বহিঃ ॥ বি০ ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ উরসি—পর্বততুল্য উচ্চ বক্ষে (খেলা রত)। সূতিকাগারে প্রবেশ করে কৃষ্ণ দর্শনে অসমর্থ ব্রজবাসীদের দর্শনেচ্ছা পূরণের জন্যই যেন নিজের পুরি থেকে বাইরে খোলা মাঠে বেরিয়ে এলেন কৃষ্ণ ॥ বি০ ১৮ ॥

১৯। যশোদারোহিণীভ্যাং তাঃ সমং বালস্য সর্বতঃ।
রক্ষাং বিদধিরে সম্যগ্‌গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ ॥

২০। গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা পুনর্গোরসার্ভকম্।
রক্ষাঞ্চক্রুশ্চ শকৃতা দ্বাদশাঙ্গেষু নামভিঃ ॥

১৯। **অন্বয় ঃ** যশোদারোহিণীভ্যাং সমং (সহ) তাঃ (গোপ্যঃ) বালস্য সর্ব্বতঃ (সর্ব্বেষু অঙ্গেষু) গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ সম্যক্ (উত্তমপ্রকারেণ) রক্ষাং বিদধিরে।

২০। **অন্বয় ঃ** গোমূত্রেণ অর্ভকং (বালকৃষ্ণং) স্নাপয়িত্বা পুনঃ গো-রজসা (গোচারণ ধূলিনা চ স্নাপয়িত্বা) শকৃতা (গোময়েন) দ্বাদশাঙ্গেষু নামভিঃ (কেশবনারায়ণাদি নামভিঃ) রক্ষাং চক্রুঃ।

১৯। **মূলানুবাদ ঃ** অতঃপর যশোদা ও রোহিণীকে সঙ্গে নিয়ে ঐ গোপীগণ বালকের সর্বাঙ্গে গোপুচ্ছ ভ্রমণাদি দ্বারা সম্যক্‌রূপে রক্ষা বিধান করতে লাগলেন।

২০। **মূলানুবাদ ঃ** বালকৃষ্ণকে প্রথমতঃ গোমূত্র দ্বারা পরে গোধূলি দ্বারা স্নান করাবার পর গোময় দ্বারা ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে কেশবাদি নামে রক্ষা বিধান করলেন।

১৯। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** বালস্যেতি—স্নেহ-ভরেণ তাদৃশরক্ষাযোগ্যত্বং বোধয়তি, এবমগ্রেঽপি যশোদারোহিণীভ্যাং সমমিতি তয়োঃ প্রাক্ পুত্রারিষ্ট-শঙ্কয়াতিব্যাকুলত্বেন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমশক্তেঃ তত্রাপ্রাধান্যাৎ, সাহিত্যঞ্চ তয়োঃ সম্যক্ শোকোপশমনার্থং জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বশ ইতি বহ্বর্থাৎ কারকাৎ মাঙ্গলিকার্থেঽয়ং শস্‌প্রত্যয়ঃ। বাহ্যভ্যন্তরাদিভেদেন সর্ব্বত্রৈবেত্যর্থঃ। সম্যগুত্তমপ্রকারং যথা স্যাৎ, আদি-শব্দেন সর্ষপ-নির্ম্মঞ্ছনশূর্পকোণ-স্পর্শাদীনি ॥ জী° ১৯ ॥

১৯। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ বালস্য ইতি**—এই গোপীরা বাৎসল্যরসসাগর হওয়ায় তাদৃশ রক্ষা বিধান করার যোগ্যতা তাঁদের আছে বোঝা যায়—এরূপ আগেও আরও আছে। **যশোদারোহিণীভ্যাং সমমিতি**—পুত্রের মৃত্যু-লক্ষণ-ভয়ে অতি ব্যাকুলতা হেতু যশোদা-রোহিণী প্রথমে কিছু করতে অসমর্থ ছিলেন, তাই তাঁরা অপ্রধান—মুখ্য ভাবে অন্য গোপীরাই সব করতে লাগলেন। যশোদা-রোহিণীকে সঙ্গে রাখা হল, যাতে কাজের মধ্যে তাঁদের শোক সম্যক্‌ভাবে চলে যায়। সর্বতঃ—সর্বশঃ, মাঙ্গলিক উদ্দেশ্যে এই শস্ প্রত্যয়—বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে সর্বত্রই রক্ষাবিধান করতে লাগলেন। সম্যক্—উত্তম প্রকারে যাতে হয় সেই ভাবে। 'আদি' শব্দে সর্ষে দ্বারা আরত্রিক, কুলা স্পর্শাদি ॥ জী° ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** রক্ষাবিধানে যশোদা রোহিণ্যারপ্রাধান্যং তয়োঃ শোকোত্থ বৈয়গ্রাতিশয়েন। সর্ব্বতঃ সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু আদিশব্দেন সর্ষপ নির্ম্মঞ্ছন সূর্পকোণ স্পর্শনাদীনি ॥ বি° ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** শোকোত্থ আকুলতা হেতু রক্ষা বিধানে যশোদা-রোহিণীর অপ্রাধান্য। **সর্বতঃ**—সর্বাঙ্গে। 'আদি' পদে সরষে নির্মঞ্ছন এবং কুলার কোণ স্পর্শনাদি ॥ বি° ১৯ ॥

২১। গোপ্যঃ সংস্পৃষ্টসলিলা অঙ্গেষু করয়োঃ পৃথক্।
ন্যস্যাত্মন্যথ বালস্য ব.জন্যাসমকুর্ব্বত ॥

২১। অন্বয় ঃ গোপ্যঃ সংস্পৃষ্ট সলিলাঃ (কৃতাচমনাঃ সত্য) আত্মনি (আত্মনঃ) অঙ্গেষু করয়োঃ (চ) পৃথক্ ন্যস্য (অঙ্গে ন্যাস করন্যাসৌ কৃত্বা) অথ (অনন্তরং) বালস্য বীজন্যাসম্ অকুর্ব্বত।

২১। মূলানুবাদ ঃ তৎপর যথাবিধি আচমন পূর্বক গোপীগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করে তৎপর বালকের চরণাদি অঙ্গে বীজন্যাস করলেন, যথা—

২০। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ সম্যক্ত্বমেব দর্শয়তি—গোমূত্রেণেতি। ললাটাদি-দ্বাদশাঙ্গেষু কেশবাদিদ্বাদশনামভিঃ শকৃতা গোময়েন রক্ষাং চক্রুঃ, তানি চ বিবিচ্যোক্তানি পাদ্মোত্তরখণ্ডে তিলকনির্ম্মাণ-বিধৌ—'ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে। বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে। বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্। ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে। শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে। পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥' ইতি, এবং সহজপরমবৈষ্ণবতয়া শ্রীভগবন্নামভিরেব রক্ষাবিধিঃ কৃত ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জী° ২০ ॥

২০। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ পূর্বে যে বলা হল সম্যক্ভাবে রক্ষা বিধান করলেন—সেই সম্যক্ ভাবটা কি? তাই এবার বলা হচ্ছে—গোমূত্রেণ ইতি। গোমূত্রের দ্বারা স্নান করিয়ে পরে ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে কেশবাদি দ্বাদশ নামের ধ্যানে গোবরের দ্বারা রক্ষা বিধান করলেন—পাদ্মোত্তর খণ্ডে তিলক রচনা বিধিতে ইহা বিশেষ ভাবে বলা আছে, যথা—"এইরূপে ধ্যান করবে—ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপকে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, বাহুতে মধুসূদন। কান্ধে ত্রিবিক্রম, বামপার্শ্বে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, কান্ধে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ, কটিতে দামোদর ন্যাস করবে।"—স্বভাবত পরম বৈষ্ণবতা হেতু শ্রীভগবৎ নামের দ্বারা এইরূপে রক্ষা বিধান ॥ জী° ২০ ॥

২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ শকৃতা গোময়েন দ্বাদশাঙ্গেষু ললাটাদিষু নামভিঃ কেশবাদ্যৈঃ ॥

২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ শকৃতা—গোময়। **দ্বাদশাঙ্গেষু**—ললাটাদিতে 'কেশবায় নমঃ' এইরূপে দ্বাদশ নামে রক্ষা বিধান করলেন ॥ বি° ২০ ॥

২১। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ অথ রক্ষানন্তরং গোপ্য ইতি—যশোদারোহিণ্যৌ ব্যাবর্ত্ত-য়তি পূর্ব্ববৎ, অতএব বক্ষ্যতেঽপি গোপীভিরিতি মাতেতি চ তাভ্যঃ পৃথক্ত্বেন। তাভ্যস্তত্র বক্ষ্যমাণরীত্যা অজাদীশ্বরান্তৈকাদশ-বীজানি সানুস্বার-তত্তদাদ্যক্ষর-রূপাণি নমঃ শব্দান্তানি জ্ঞেয়ানি ॥ ২১ ॥

২১। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর রক্ষা বিধান করবার পর গোপীগণ অঙ্গন্যাস করলেন—এখানে 'গোপীগণ' পদে পূর্বের ন্যায় যশোদা-রোহিণীকে পৃথক্ করা হল। অতএব শুধুমাত্র 'গোপী' পদ ব্যবহার করা হলেও তার মধ্যেই যশোদা-রোহিণীও অপ্রধানরূপে অন্যান্য গোপী থেকে

২২। অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি, মণিমাংস্তবজান্বথোরূ যজ্ঞোঽচ্যুতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ।
হৃৎকেশবস্ত্বদুর ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং বিষ্ণুর্ভুজং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃ কম্॥

২২। **অন্বয় ঃ** অজঃ (শ্রীভগবান্) তব অঙ্ঘ্রি (চরণৌ) অব্যাৎ (রক্ষতু) মণিমান্ (কৌস্তুভধারী) তব জানু (অব্যাৎ) অথ যজ্ঞঃ উরূ, অচ্যুতঃ কটিতটং, হয়াস্য হয়গ্রীবঃ জঠরম্, কেশবঃ হৃৎ (হৃদয়ম্) ঈশঃ ত্বৎ (তব) উরঃ (বক্ষোদেশম্), ইনঃ তু কণ্ঠং, বিষ্ণুঃ ভুজং, উরুক্রমঃ মুখম্, ঈশ্বরং কং (মস্তকম্, অব্যাদিতি সর্ব্বত্র যোজনীয়ম্)।

২২। **মূলানুবাদ ঃ** 'অং নমঃ' অজনামক ভগবান্ তোমার চরণ যুগল। 'মং নমঃ' মণিমান্ নামক ভগবান্ তোমার জানুদ্বয়। 'যং নমঃ' যজ্ঞরূপী বিষ্ণু তোমার উরুদ্বয়। 'অং নমঃ' অচ্যুত তোমার কটিদেশ। 'হং নমঃ' হয়গ্রীব তোমার জঠর। 'কং নমঃ' কেশব তোমার বক্ষস্থল। 'ইং নমঃ' ইন নামক ভগবান্ তোমার কণ্ঠ। 'বিং নমঃ' বিষ্ণু তোমার ভুজদ্বয়। 'উং নমঃ' উরুক্রম তোমার বদন। 'ঈং নমঃ' ঈশ্বর (সিত কৃষ্ণ কেশ ভগবান্) তোমার মস্তক রক্ষা করুন।

পৃথক্ ভাবে আছেন, বুঝতে হবে। আচমনাদি করবার পর গোপীগণ অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করত কৃষ্ণের পদ-জানু প্রভৃতি অঙ্গে বীজন্যাস করলেন, যথা—"অং নমঃ অজঃ তব অঙ্ঘ্রি অব্যাৎ—মং নমঃ মণিমান্ তব জানু অব্যাৎ।" এই ভাবে শ্রীভগবানের নামের আদ্যাক্ষরে অনুস্বার সংযোগ করে শ্রীকৃষ্ণের পদ হতে মস্তক পর্যন্ত একাদশ অঙ্গে বীজন্যাস করলেন ॥ জী° ২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** প্রথমমনাচান্তা এবাতিসম্ভ্রমেণৈব রক্ষাং কৃত্বা পশ্চাল্লব্ধাশ্বাসা যথা-বিধানমেব রক্ষাং চক্রুরিত্যাহ গোপ্য ইতি। সংস্পৃষ্ট সলিলা আচান্তাঃ। আত্মনি আত্মনঃ অঙ্গেষু করয়োশ্চ ন্যস্য অঙ্গন্যাস করন্যাসৌ কৃত্বেত্যর্থঃ। অথ অনন্তরং বালস্যাঙ্গেষ্বঙ্ঘ্র্যাদিষু বীজন্যাজাদি নামাদ্যৈকৈকাক্ষরস্য সানুস্বারস্য নমঃশব্দান্তস্য ন্যাসম্। তেন অং নমোঽজস্তবাঙ্ঘ্রী অব্যাৎ মং নমো মণিমাং স্তব জানুনী অব্যা-দিত্যেবং প্রয়োগঃ ॥ বি° ২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** প্রথমেই আচমন না করেই অতিভয় জনিত ব্যস্ততা হেতু রক্ষা বিধান করে পরে আশ্বস্ত হয়ে যথা বিধানেই রক্ষা বিধান করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—গোপ্য ইতি। **সংস্পৃষ্ট সলিলাঃ**—আচমন পূর্বক **আত্মনি ইত্যাদি**—নিজের অঙ্গে ও করদ্বয়ে **ন্যাস্য**—অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করে **অথ**—অনন্তর। **বালস্য**—বালকের চরণাদি অঙ্গে। **বীজন্যাসম্**—বীজের অজ, মণিমান্ প্রভৃতি নামের আদ্য অক্ষরের সহিত অনুস্বার যোগ করে তৎপর 'নমঃ' পদ সংযোগ করে ন্যাস—যথা, অং নমঃ—হে যশোদাতনয়, অজ নামক ভগবান্ তোমার চরণ যুগল রক্ষা করুন। মং নমঃ—মণিমান্ নামক ভগবান্ তোমার জানুদ্বয় রক্ষা করুন।—এই ভাবে প্রয়োগ ॥ বি° ২১ ॥

২২। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** ততশ্চ পঞ্চৈরেতৈ রক্ষাং চক্রুরিত্যাহ—অব্যাদিতি।

**২৩। চক্র্য গ্রতঃ সহগদো হরিরস্তু পশ্চাৎ তৎপার্শ্বয়োর্ধনুরসী মধুহাঽজনশ্চ।
কোণেষু শঙ্খ উরুগায় উপর্য্যুপেন্দ্রস্তার্ক্ষ্যঃ ক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাৎ ॥**

২৩ **অন্বয় ঃ** চক্রী (চক্রধারী ভগবান্) অগ্রতঃ(তব অগ্রদেশে) অস্তু (তিষ্ঠতু),সহগদঃ (গদাধরঃ) হরিঃ পশ্চাৎ (পৃষ্ঠদেশে), ধনুরসী (ধনুর্দ্ধরঃ অসিধরশ্চ) মধুহা (মধুসূদনঃ) অজনশ্চ ত্বৎ পার্শ্বয়োঃ, শঙ্খঃ (শঙ্খহস্তো ভগবান্) কোণেষু (ঈশানাদি কোণেষু), তার্ক্ষ্য (গরুড়বাহনঃ) উপেন্দ্রঃ উপরি, হলধরঃ ক্ষিতৌ, পুরুষঃ (পুরুষোত্তমঃ) সমন্তাৎ (সর্ব্বাসু দিক্ষু অস্তু, অস্থিতি সর্ব্বত্র [যোজনীয়ম্]।

২৩। **মূলানুবাদ ঃ** তথা দিক্ সকলে রক্ষা বিধান করা হচ্ছে, যথা চক্রধারী হরি তোমার অগ্রভাগে, গদাধারী হরি তোমার পশ্চাৎ ভাগে, ধনুর্ধারী মধুসূদন ও অসিধারী অজ তোমার তুই পাশে, শঙ্খধারী বিষ্ণু চার কোণে, উপেন্দ্র ঊর্ধে, গরুড় বাহন ভূতলে এবং হলধর পুরুষ চতুর্দিকে বিরাজমান্ থাকুন।

অঙ্ঘ্রি জান্বিত্যনয়োঃ সুপাং সুলুগিত্যাদিচ্ছান্দসসূত্রেণ সুপ্ন্ কুভুজমিত্যত্র সুপাং সুপ্ ইতি ঔট্ স্থানে অমাদেশঃ। অজাদ্যাঃ কেশবাদিবত্তত্তন্নামপ্রধানা মূর্ত্তিভেদাঃ। মণিমানিত্যপি তন্নামা ভগবৎ প্রাদুর্ভাববিশেষঃ, হৃৎ জীবাধারপদ্মম্, উরো বক্ষঃ॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর এই পদ্যে রক্ষা বিধান করলেন—অব্যাদিতি। অজাদি হলেন কেশবাদির মতো ঐ ঐ নামে বিখ্যাত শ্রীভগবান্—বিভিন্ন মূর্তি। মণিমানও তন্নামক ভগবৎপ্রাদুর্ভাব বিশেষ। **হৃৎ**—জীবাধার পদ্ম **উরো**—বক্ষ॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ততশ্চ পদ্যৈরেতৈ রক্ষাং চক্রুরিত্যাহ অঙ্ঘ্রি অঙ্ঘ্রী। মণিমান্ তন্নামা ভগবৎপ্রাদুর্ভাব বিশেষঃ। জানু জানুনী জঙ্ঘে ইচ্যুত ইতি সন্নিরার্ষঃ। যজ্ঞোঽচ্যুত ইতি পাঠঃ। হৃৎ জীবাধারপদ্মং উরো বক্ষঃ॥ বি০ ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর এই পদ্যে রক্ষা বিধান করলেন—অব্যাদিতি। **অঙ্ঘ্রি**—চরণযুগল। **মণিমান্**—এই নামের ভগবানের অবতার বিশেষ। **জানু**—হাটু যুগল। জজ্ঞোঽচুত ও জজ্ঞোঽচ্যুত এইরূপ তুপ্রকার পাঠ আছে। **হৃৎ** জীবাধার পদ্ম। **উরো**—বক্ষ॥ বি০ ২২॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** তার্ক্ষসহিতঃ উপেন্দ্রঃ, পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ॥ জী০ ২৩॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** গরুড় সহিত উপেন্দ্র ঊর্ধে। হলধর ভূতলে। **পুরুষঃ**—পুরুষোত্তম চতুর্দিকে॥ জী০ ২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তথা দিক্ষুরক্ষামকুর্ব্বন্নিত্যাহ। চক্র্যগ্রত ইতি সহিতো হরিঃ ত্বব-গ্রতোঽস্তু। সহগদো গদাসহিতো হরিস্তব পশ্চাদস্তু। ত্বৎ পার্শ্বয়োর্ধনুর্ধরো মধুহা অসিধরোঽজনশ্চাস্তু। কোণেষু শঙ্খধর উরুগায়স্তু উপর্য্যুপেন্দ্রাঽস্তু তার্ক্ষ্যঃ ক্ষিতাবধস্তাদস্তু। হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাদস্তু॥ বি০ ২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** তথা দিক্ রক্ষা করলেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**চক্র্য-গ্রতঃ**—চক্রধারী হরি তোমার সম্মুখ দেশে বিরাজমান্ থাকুন। **সহোগদো**—গদাধারী হরি তোমার

২৪। ইন্দ্রিয়াণি হৃষীকেশঃ প্রাণান্ নারায়ণোঽবতু।
শ্বেতদ্বীপপতিশ্চিত্তং মনো যোগেশ্বরোঽবতু॥
২৫। পৃশ্নিগর্ভস্তু তে বুদ্ধিমাত্মানং ভগবান্ পরঃ।
ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দঃ শয়ানং পাতু মাধবঃ॥
২৬। ব্রজন্তমব্যাদ্বৈকুণ্ঠ আসীনং ত্বাং শ্রিয়ঃ পতিঃ।
ভুঞ্জানাং যজ্ঞভুক্ পাতুঃ সর্ব্বগ্রহভয়ঙ্করঃ॥

২৪-২৬। **অন্বয় ঃ** ইন্দ্রিয়াণি হৃষীকেশঃ প্রাণান্ নারায়ণঃ অবতু (রক্ষতু) শ্বেতদ্বীপপতিঃ চিত্তং যোগেশ্বরঃ মনঃ অবতু।

পৃশ্নিগর্ভঃ তে বুদ্ধিং পরঃ ভগবান্ (পরমেশ্বরঃ) আত্মানং [রক্ষতু] গোবিন্দঃ ক্রীড়ন্তং পাতু (রক্ষতু) মাধবঃ শয়ানং পাতু।

ব্রজন্তং (ভ্রমন্তং) [ত্বাম্] বৈকুণ্ঠঃ অব্যাৎ (রক্ষতু) শ্রিয়ঃ পতিঃ ত্বাং আসীনং (অব্যাদিতিশেষ) সর্ব্ব-গ্রহ ভয়ঙ্করঃ (সকলগ্রহনাশনঃ) যজ্ঞভুক্ ভুঞ্জানং পাতু (রক্ষতু)।

২৪-২৬। **মূলানুবাদ ঃ** হৃষীকেশ ইন্দ্রিয় সমূহ, নারায়ণ পঞ্চ প্রাণ, শ্বেতপতি ভগবান্ চিত্ত এবং যোগেশ্বর মন রক্ষা করুন।

পৃশ্নিগর্ভ ভগবান্ তোমার বুদ্ধি ও স্বয়ং ভগবান্ তোমার আত্মা রক্ষা করুন। গোবিন্দ ক্রীড়াকালে আর মাধব শয়নকালে তোমাকে রক্ষা করুন।

গমনকালে বৈকুণ্ঠসুত, উপবেশন কালে লক্ষ্মীকান্ত এবং ভোজনকালে যজ্ঞভুক্ হরি—সকলগ্রহ-নাশন এঁরা সকলে রক্ষা করুন তোমাকে।

পশ্চাৎদেশে—এবং তোমার দুই পার্শ্বে ধনুর্ধর মধুসূদন ও অজ নামক অসিধারী শ্রীভগবান্—**কোণেষু**—চার কোণে শঙ্খধারী বিষ্ণু,—**উপর্য্যপেন্দ্র**—উপেন্দ্র উর্ধদেশে—**তার্ক্ষ্যঃ**—গরুড় ভূতলে এবং হলধর পুরুষ চতুর্দিকে বিরাজমান্ থাকুন॥ বি০ ২৩॥

২৪-২৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** ইন্দ্রিয়াণীতি সার্দ্ধকম্। অবত্বিতি-পুনরুক্তী রক্ষণেঽ-ত্যন্তবৈয়গ্র্যাৎ, এবমগ্রে পাত্বিত্যাদ্যপি, পরোভগবান্ যঃ স্বয়ং ভগবানিত্যর্থঃ। সরস্বতীসম্বাদশ্চায়ম্—তেষাং তদংশত্বেন মমতাস্পদত্বাৎ স্বস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বেনৈবাহন্তাস্পদত্বাচ্চ অংশেনাংশস্য রক্ষা ভবতু, স্বয়ঞ্চ স্বস্যেতি প্রার্থয়ামহ ইত্যর্থঃ। অতস্তদঙ্গাবতারাস্তদাবরণরূপাশ্চ তে তে ইতিজ্ঞেয়ম্।

ক্রীড়ন্তমিতি চ সার্দ্ধকম্। গোবিন্দ ইত্যাদিকস্তু তত্তৎক্রীড়ানুরূপেণ, তত্র গোবিন্দঃ গোমধ্যে ক্রীড়াপরঃ, কশ্চিদ্দেব ইতি তাসাং ভানম্। মাধবঃ লক্ষ্মীসংবাহ্যচরণঃ শেষশায়ী, বৈকুণ্ঠো বিকুণ্ঠাসুতো, জয়বিজয়সনকাদিসমাধানার্থং কৃপয়া স্বয়ং পাদব্রজ্যয়ৈব বহির্নিগতো যঃ সঃ ইত্যর্থঃ। শ্রিয়ঃপতিঃ পরম-

২৭। ডাকিন্যো যাতুধান্যশ্চ কুষ্মাণ্ডা যেঽর্ভকগ্রহাঃ।
ভুতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষরক্ষোবিনায়কাঃ॥
২৮। কোটরা রেবতী জ্যেষ্ঠা পূতনা মাতৃকাদয়ঃ।
উন্মাদা যে হ্যপস্মারা দেহপ্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ॥
২৯। স্বপ্নদৃষ্টা মহোৎপাতা বৃদ্ধা বালগ্রহাশ্চ যে।
সর্ব্বে নশ্যন্তু তে বিষ্ণোর্নামগ্রহণভীরবঃ॥

২৭-২৯। **অন্বয়ঃ** ডাকিন্যঃ যাতুধান্যঃ (রাক্ষস্যঃ) যে চ অর্ভকগ্রহাঃ (বালক নাশগ্রহাঃ) ভুত-প্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষরক্ষোবিনায়কাঃ-কোটরাঃ-রেবতী-জ্যেষ্ঠা-পূতনা-মাতৃকাদয়ঃ যে হি উন্মাদাঃ অপস্মারাঃ দেহ প্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ (দেহ প্রাণাদি বিঘাতকাঃ) যে স্বপ্ন দৃষ্টাঃ মহোৎপাতাঃ যে চ বৃদ্ধাবালগ্রহাঃ তে সর্ব্বে বিষ্ণোঃ (শ্রীভগবতঃ) নামগ্রহণভীরবঃ (নামকীর্ত্তনভীতাঃ সন্তঃ) নশ্যন্তু।

২৭-২৯। **মূলানুবাদঃ** ডাকিনী-রাক্ষসী-কুষ্মাণ্ড-বালগ্রহ-ভুত-পিশাচ-যক্ষ-রাক্ষস-বিনায়ক-কোটরা-রেবতী-জ্যেষ্ঠা-পূতনা-বকী, জ্বালামুখী প্রভৃতি, দেহপ্রাণইন্দ্রিয় ঘাতক উন্মাদদশা ও অপস্মার প্রভৃতি, স্বপ্ন দৃষ্ট মহোৎপাত-বৃদ্ধগ্রহ-বালগ্রহ প্রভৃতি যারা সব রয়েছে, তারা সব শ্রীবিষ্ণুনাম গ্রহণে ভীতি হেতু বিনাশ প্রাপ্ত হউক।

ব্যোমসিংহাসনস্থো মহানারায়ণঃ, যজ্ঞভুক্ স্পষ্ট এবেতি। সর্ব্বগ্রহভয়ঙ্কর ইত্যস্য সর্ব্বৈরপ্যন্বয়ঃ, ক্রীড়াদিষু গ্রহদোষেভ্যোঽপি রক্ষার্থম্॥ জী° ২৪-২৬॥

২৪-২৬। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ** 'ইন্দ্রিয়াণি' থেকে দেড় শ্লোক এবং 'ক্রীড়ন্তম্' থেকে দেড় শ্লোক—অবতু—রক্ষা করুন, এই পদটি দুবার বলা হল, একবার প্রথম চরণে পুনরায় দ্বিতীয় চরণে, এর কারণ রক্ষণ বিষয়ে অত্যন্ত ব্যগ্রতা। এর পরেও এরূপ পুনরুক্তি পাওয়া যাবে ২৫-২৬ শ্লোকে 'পাতু' শব্দের। **পরো ভগবান্**—স্বয়ং ভগবান্, বাৎসল্যরসনিমগ্ন গোপীগণ যাঁদের ঐশ্বর্যজ্ঞান মাধুর্যের দ্বারা আচ্ছাদিত, তারা অংশের দ্বারা অংশীর রক্ষা বিধান প্রার্থনা করলেও সরস্বতীকৃত যথার্থ অর্থ এ বিষয়ে এইরূপ, যথা—কৃষ্ণ নিজে স্বয়ং ভগবান্ বলে তাঁর নিজের রক্ষা নিজের দ্বারাই হোক, আর অংশগণ অহন্তাস্পদ বলে তাঁদের রক্ষা তার অংশের দ্বারাই হোক, এইরূপ প্রার্থনা করা হল।

গোবিন্দ ইত্যাদি—এখানে গোবিন্দ থেকে পর পর যে সব শ্রীভগবৎস্বরূপের কথা বলা হয়েছে তাঁরা কৃষ্ণের সেই সেই ক্রীড়ানুরূপ ভাবে রক্ষা বিধান করুন, এইরূপ প্রার্থনা। এখানে 'গোবিন্দ' পদে ধেনুবৃন্দের মধ্যে ক্রীড়াপরায়ণ কোনও দেবতা, গোপীদের এরূপই প্রতীতি। **মাধবঃ**—লক্ষ্মীর দ্বারা সংবাহিত চরণ শেষশায়ী। **বৈকুণ্ঠ**—বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণ যিনি জয়বিজয়-সনকাদি গোলমালের সমাধানের জন্য কৃপা করে নিজেই পদব্রজে দ্বারদেশে আসেন। **শ্রিয়ঃপতি**—পরমব্যোমসিংহাসনস্থ মহা-নারায়ণ। **সর্বগ্রহভয়ঙ্কর**—এই 'সর্বগ্রহ-নাশন' পদটি সর্বত্রই অন্বিত হবে, এইসব নানা ক্রীড়ায় গ্রহাদি দোষ থেকে রক্ষার্থে॥ জী° ২৪-২৬॥

শ্রীশুক উবাচ।

৩০। ইতি প্রণয়বদ্ধাভির্গোপীভিঃ কৃতরক্ষণম্।
পায়য়িত্বা স্তনং মাতা সংন্যবেশয়দাত্মজম্॥

৩০। **অন্বয় ঃ** শ্রীশুক উবাচ—ইতি (এবং প্রকারেণ) প্রণয় বদ্ধাভিঃ গোপীভিঃ কৃতরক্ষণং আত্মজং (শ্রীকৃষ্ণং) স্তনং পায়য়িত্বা মাতা সংন্যবেশয়ৎ (শয্যায়াং স্থাপয়ামাস)।

৩০। **মূলানুবাদ ঃ** বাৎসল্যে বশীভূত হয়ে যশোদাগৃহে সদা ধাত্রীরূপে অবস্থিত গোপীগণ এইরূপে রক্ষা বিধান করবার পর মা যশোদা পুত্রকে স্তন পান করিয়ে শুইয়ে দিলেন।

২৭-২৯। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** ডাকিন্য ইতি ত্রিকম্। আদি-শব্দাচ্চরকীজ্বালামুখাদ্যা দেব্যা গণাঃ। বালগ্রহা ইতি পুনরুক্তির্বালকে তেভ্যো ভয়াধিক্যাৎ। কেচিদাহুরর্ভকরূপেণ যে প্রাণিনো গৃহ্ণন্তি, তেঽর্ভকগ্রহাঃ পিশাচভেদা ইতি॥ জী° ২৭-২৯॥

২৭-২৯। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** 'ডাকিন্যো' ইতি তিনটি শ্লোক একসঙ্গে—**মাতৃকাদয়**—এখানে 'আদি' পদে চরকী-জ্বালামুখী প্রভৃতি দেবীগণ। **বালগ্রহাশ্চ**—'বালগ্রহ' পদের পুনরুক্তি হওয়ার কারণ বালকদের এর থেকে সর্বাধিক ভয়। কেউ কেউ বলেন বালক সেজে এসে যারা প্রাণীগণকে গ্রহণ করে সেই অর্ভকগ্রহদের লক্ষ্য করা হয়েছে—ভিন্ন এক প্রকার পিশাচ॥ জী° ২৭-২৯॥

৩০। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** ইতি এবং কৃতং রক্ষণং রক্ষা যস্য তম্, তত্র হেতুঃ—প্রণয়েন স্নেহেন বদ্ধাভির্বশীকৃতাভিঃ; ইতি শ্রীযশোদাগৃহে বদ্ধবত্তাসাং ধাত্রীতয়া সদাবস্থিতিঃ। তথা চ শ্রীভগবদর্থং পরমব্যগ্রতয়া বিবিধব্যাপারপরতা চ জ্ঞেয়া। স্তনং পায়য়িত্বেতি মাতুঃ স্নেহস্বভাবতঃ, তথা লোকে স্তনপানেন বালস্য স্বাস্থ্যজ্ঞানাচ্চ॥ জী° ৩০॥

৩০। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ ইতি**—এই প্রকারে, **কৃতরক্ষণং**—কৃত হল রক্ষা বিধান যাঁর সেই বালককে। এই বিষয়ে হেতু—**প্রণয়েন** - বাৎসল্য প্রেমে বশীকৃত, এইরূপে আবদ্ধবৎ তাঁদের ধাত্রী ভাবে সর্বদা যশোদা গৃহে অবস্থিতি। তথা গোপালের জন্য পরম ব্যগ্রতা হেতু বিবিধ ব্যাপারে তাদের ব্যস্ততা বুঝা যাচ্ছে। **স্তনং পায়য়িত্বা**—স্তন পান করিয়ে—মাতৃস্নেহ স্বভাব অনুসারে—তথা স্তন পানের দ্বারাই লোকে বুঝতে পারে শিশুর স্বাস্থ্য ভাল আছে—ইহা শিশুর স্বাস্থ্যের লক্ষণ॥ জী° ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** প্রণয়রসনয়া যশোদাগৃহে এব বদ্ধাভিঃ। পায়য়িত্বেতি স্তনপানমেব বালানাং স্বাস্থ্যলক্ষণমিতি ভাবঃ। সংন্যবেশয়ৎ শায়য়ামাস॥ বি° ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** প্রণয় রসনা দ্বারা যশোদা গৃহেই বদ্ধা গোপীগণ। **পায়য়িত্বা ইত্যাদি**—স্তন পান করিয়ে শুইয়ে দিলেন—স্তন পান করলেই বুঝা যায় শিশু সুস্থ্য আছে, ইহাই শিশুদের স্বাস্থ্যের লক্ষণ। **সংন্যবেশয়ৎ**—শুইয়ে দিলেন॥ বি° ৩০॥

৩১। তাবন্নন্দাদয়ো গোপা মথুরায়া ব্রজং গতাঃ।
বিলোক্য পূতনাদেহং বভূবুরতিবিস্মিতাঃ॥
৩২। নূনং বতর্ষিঃ সঞ্জাতো যোগেশো বা সমাস সঃ।
স এব দৃষ্টো হ্যুৎপাতো যদাহানকদুন্দুভিঃ॥

৩১। অন্বয় ঃ তাবৎ (তস্মিন্ কালে) নন্দাদয়ঃ গোপাঃ মথুরায়ঃ ব্রজং গতাঃ পূতনা দেহং বিলোক্য অতি বিস্মিতাঃ বভূবুঃ।

৩২। অন্বয় ঃ বত (অহো) স আনক দুন্দুভিঃ যং (উৎপাতং) আহ স এব উৎপাতঃ দৃষ্টঃ নূনং সঃ (বসুদেবঃ) ঋষিঃ সঞ্জাতঃ যোগেশ বা সমাস (বভূব) হি (নিশ্চিত)।

৩১। মূলানুবাদ ঃ এর মধ্যেই মথুরা থেকে ফেরার পথে ব্রজের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে নন্দাদি গোপগণ পূতনার দেহ দেখে বিস্মিত হলেন।

৩২। মূলানুবাদ ঃ শ্রীব্রজরাজ নিশ্চয় করলেন-বসুদেব হয় ঋষি,কিম্বা যোগী হয়েছে, কেন-না সে যে উৎপাতের কথা বলেছিল, তাই এখানে প্রত্যক্ষ করছি।

৩১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তাবদিতি—গমনে শৈঘ্র্যমুক্তম্, মথুরাপুর্য্যাঃ সকাশাৎ ব্রজং ব্রজদর্শনযোগ্যদেশং প্রাপ্তাঃ বিলোক্য দূরতো বিবিধকল্পনয়া নিভাল্য, পর্ব্বতাকারত্বেন। দূরত এব দর্শনাসম্ভবাৎ, তত্র চ শ্রীবসুদেবোক্তসম্বাদেনাত্যন্তবিস্মিতা ইত্যর্থঃ॥ জী০ ৩১॥

৩১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তাবৎ ইতি – তৎকালে, এই তাবৎ পদে নন্দাদির গৃহে গমনে 'ত্বরা' বুঝা যাচ্ছে। মথুরা থেকে বেরিয়ে তার নিকটস্থ ব্রজদর্শনযোগ্য স্থানে পৌঁছে **বিলোক্য**—পূতনার দেহ পর্বতাকার হেতু দূর থেকে উহা অস্পষ্ট ভাবে নজরে পড়তেই তাঁদের মনে বিবিধ কল্পনার উদয় হতে থাকলো—অতদূর থেকে স্পষ্ট তো বুঝা যায় না। আরও বসুদেব যে ব্রজে উৎপাতের কথা বলেছিলেন তা যেন মিলে যাচ্ছে, এই হেতু অত্যন্ত বিস্মিত হলেন তারা সকলে॥ জী০ ৩১॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অতি বিস্মিতাঃ কিং শক্রেণ ভ্রমাদচ্ছিন্নপক্ষঃ কোঽপি পর্ব্বতো নভোব্যাপিনোঽপ্যত্রত্যান্ মহীরুহাং শ্চূর্ণয়িত্বা পপাত। কিম্বা বয়মেব সাহজিকা ভ্রান্ত্যা কয়াপি যোগিন্যা বা দেশান্তরং প্রাপিতাঃ স্মঃ কিম্বা কস্যাপ্যৈন্দ্রজালিকস্যেদং কর্ম্মেতি সন্দিহানা ইত্যর্থঃ॥ বি০ ৩১॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অতি বিস্মিতা—নন্দাদি গোপগণ অতি বিস্মিত হলেন—অহো, এ-কি ছিন্নপক্ষ কোনও পর্বত আকাশ মণ্ডল ছেয়ে ফেলে এখানকার বিশাল বিশাল বৃক্ষ চূর্ণ করে দিয়ে পড়ে আছে, কিম্বা আমরাই কোনও যোগিনীর সাহজিক মায়ায় অন্য কোনও দেশে এসে পড়েছি। কিম্বা এ কি কোনও ইন্দ্রজালিকের কর্ম—এইরূপ নানা সন্দেহের উদয় হতে লাগল॥ বি০ ৩১॥

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অতিবিস্মিতানাং তেষামন্যোন্যোক্তিমাহ—নূনমিতি বিতর্কে, স আনকদুন্দুভিঃ প্রাগেতাদৃশো নাসীৎ, অধুনা চ ঋষিঃ সম্যগ্ জাতো বৃত্তঃ, ঋষিবাক্যস্যেব প্রামাণ্যাৎ। ননু

৩৩। কলেবরং পরশুভির্বিচ্ছিদ্য তৎ তে ব্রজৌকসঃ।
দূরে ক্ষিপ্ত্বাবয়বশো ন্যদহন্ কাষ্ঠবেষ্টিতম্।

৩৩। অন্বয় ঃ ব্রজৌকসঃ (ব্রজবাসিনঃ) তৎকলেবরং পরশুভিঃ (কুঠারৈঃ) ছিত্ত্বা দূরে ক্ষিপ্ত্বা অবয়বশঃ (পৃথক্ পৃথক্) কাষ্ঠবেষ্টিতং ন্যদহন্ (নিঃশেষেণ অদহন্)।

৩৩। মূলানুবাদ ঃ এইরূপ কথা বলতে বলতে যতক্ষণ-না শ্রীনন্দাদি নিকটে এসে গেলেন তার মধ্যেই ব্রজবাসিগণ পূতনার দেহ কুঠার দিয়ে কেটে কেটে গ্রামের বাইরে নিয়ে ফেললেন। অতঃপর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাঠে ঢেকে দিয়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিঃশেষে পুড়িয়ে দিলেন।

ঋষিত্বচিহ্নং কিমপি ন দৃষ্টম্, ইত্যাশঙ্ক্য পক্ষান্তরমাহ—যোগেশ ইতি। অন্তরুপাসনানিষ্ঠঃ, সংশব্দাভ্যাং তত্তন্নিষ্ঠা বোধ্যতে। তত্র হেতুঃ—স এবেতি। আনকদুন্দুভিরিতি তাদৃশজন্মত্বেন যোগ্যতাং বোধয়ন্তি। অন্যৈস্তৈঃ। যদ্বা, কোঽপি যঃ পূর্ব্বজন্মনি ঋষির্যোগেশো বা সমাস, অত্র সন্দেহ এব বিকল্পঃ, স এবানকদুন্দুভিঃ সন্ সংজাতঃ অন্যৎ সমানম্ এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদেব সোঽবদদিতি তৈর্মতম্, অতএব সুবিস্মিতাঃ ॥জী৩২॥

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতিবিস্মিত গোপগণের পরস্পর কথোপকথন—**নূনমিতি**—এরা বিচার করতে লাগলেন। **স**—আনকদুন্দুভি তো পূর্বে এরূপ ছিল না। অধুনা তো **ঋষি সঞ্জাত**—সম্যক্ জাতঃ-সম্যক্ ভাবে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হয়েছে—কারণ ঋষি বাক্যেরই তো প্রামাণিকতা থাকে। ঋষিত্বের চিহ্নও তো কিছু দেখলাম না—এইরূপ আশঙ্কা করে অন্য প্রকার চিন্তা করছেন—যোগেশ ইতি। ভিতরে ভিতরে উপাসনা নিষ্ঠ। সঞ্জাত এবং সমাস—উভয় স্থানেই 'সম্' পদে উভয় ব্যাপারে নিষ্ঠা বুঝানো হয়েছে। এখানে হেতু, **স এব**—তিনি যে আনকদুন্দুভি জন্ম থেকেই তাদৃশ যোগ্যতা যে আছে, তা নাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে। অথবা, কোন কেউ পূর্বে যে যোগিরাজ ছিল হয় তো বা (এখানে সন্দেহে বা শব্দ), সেই আনকদুন্দুভি হয়ে এবার জন্মেছে তাই সর্বজ্ঞতা শক্তিতেই সে আমাদের উৎপাতের কথা বলেছিল—গোপগণের এইরূপ মনোগত ভাব হল, তাই অতিশয় বিস্মিত হলেন ॥ জী০ ৩২ ॥

৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তত্র শ্রীব্রজরাজস্তু নিশ্চিনোতি নূনং নিশ্চিতমেব ঋষিরস্মৎকুলে বসুদেবঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদনুমীয়তে। যোগেশোঽষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসী যোগজ নেত্রেণ ভাবি বৃত্ত দর্শিত্বাৎ সমাস সম্যগ্দীপ্যতে স্ম। "অস দীপ্তৌ" ॥ বি০ ৩২ ॥

৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এই সব দেখে শ্রীব্রজরাজ **নূনং**—নিশ্চয় করলেন—**ঋষি সঞ্জাত**—আমাদের কুলের বসুদেব ঋষিত্ব লাভ করেছে, তাই সর্বজ্ঞতা হেতু আন্দাজ করছে। অথবা **যোগেশ**—অষ্টাঙ্গযোগ অভ্যাসী হয়ে উঠেছে—যোগনেত্রে ভবিষ্যৎ বিষয় দর্শনের শক্তি ধারণ করায় **সমাস**—সম্যক্ 'অস' সম্যক্ প্রকারে দীপ্তি পাচ্ছে ॥ বি০ ৩২ ॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ এবং যাবৎ শ্রীনন্দাদয়ো নিকটমায়ান্তি, তাবত্তৈর্গোকুল-

৩৪। দহ্যমানস্য দেহস্য ধূমশ্চাগুরুসৌরভঃ।
উত্থিতঃ কৃষ্ণনির্ভুক্তসপদ্যাহতপাপ্মনঃ॥

৩৪। **অন্বয় ঃ** কৃষ্ণ নির্ভুক্ত সপদি (তৎক্ষণাৎ) আহতঃ (বিনষ্টঃ) পাপ্মনঃ (পাপং যস্য তস্য) দহ্যমানস্য দেহস্য অগুরু সৌরভঃ ধূমঃ চ উত্থিতঃ।

৩৪। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীকৃষ্ণ স্তন পান করায় পূতনার দেহ সদ্য নিষ্পাপ ও সৌরভান্বিত হয়ে উঠল। অতএব ঐ দেহ পোড়ানোর সময় উহা থেকে সুগন্ধী ধূম উঠতে লাগল।

রক্ষায়াং স্থিতৈঃ শ্রীমদুপনন্দাদিভির্নিযুক্তাস্তদুচিতা ব্রজৌকসো ব্রজাশ্রিতাঃ কনিষ্ঠজাতয়ো নিতরামদহন্ পুনর্জীবনশঙ্কয়া, নির্দ্দেহুরিতি পাঠঃ ক্বচিৎ॥ জী° ৩৩॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে পরস্পর কথাবার্তা বলতে বলতে শ্রীনন্দাদি গোপগণ যতক্ষণ-না নিকটে এসে গেলেন তার মধ্যেই সেই গোকুল রক্ষার জন্য এখানে অবস্থিত শ্রীমদ্ উপনন্দাদি দ্বারা নিযুক্ত শবদাহের যোগ্য **ব্রজৌকসো**—ব্রজাশ্রিত নীচু জাতীর লোকেরা পূতনার দেহ **ন্যদহন্**—নিতরাম দহন্ অর্থাৎ একেবারে পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন—পুনরায় বেঁচে উঠার আশঙ্কায়। 'নির্দেহুঃ'—এইরূপ পাঠও কোথাও কোথাও আছে॥ জী° ৩৩॥

৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ব্রজৌকসোঽন্ত্যজা উপনন্দাদ্যাদিষ্টাঃ। নিঃশেষেণ দেহুঃ পুনর্জীবন-শঙ্কয়া বিষধর জীবানাং দাহনৈবোপশান্তেঃ। বি° ৩৩॥

৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ব্রজৌকসঃ—উপানন্দাদির আদেশে নীচু শ্রেণীর লোকেরা **ন্যদহন্**—পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন—পুনর্জীবন ভয়ে। বিষধর জীবকে নিঃশেষে পুড়িয়ে দেওয়ার পরই তাদের নিবৃত্তি হয়॥ বি° ৩৩॥

৩৪। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ অগুরুতোঽপি সৌরভ্যং যস্য সঃ ধূমশ্চেতি, চকারেণ পূতনায়া দেহোঽপি কৃষ্ণনির্ভুক্তত্বাৎ অগুরুসৌরভোঽভূৎ, তদ্বক্ত্রসম্বন্ধাদিত্যুচ্যতে। তত্র হেতুঃ—কৃষ্ণেন সৌগন্ধ্যসৌরূপ্যাদি-নিজাশেষোৎকর্ষ-ব্যঞ্জকেন ভগবতা নিঃশেষেণ ভুক্তঃ, প্রাণৈঃ সহ স্তনপানাৎ; অতএব সপদি ধূমঘ্রাণসময় এব আ সম্যক্ হতো নাশিতঃ পাপ্মা ধূমসেবিনামপি সর্ব্বেষাং যেন স চাসৌ স চ তস্য; এবং ভগবদুচ্ছিষ্টস্য মহিমা দর্শিতঃ। পবিত্রং বস্তু ভক্ত্যা সমর্পিতং কিমুতেতি, বক্ষ্যতে চ পূতনা ইত্যাদিনা॥

৩৪। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ ধূমশ্চাগুরুসৌরভঃ—অগুরু থেকেও সৌর-ভান্বিত ধূম। এখানে 'চ' কারের দ্বারা বলা হল—পূতনার দেহও কৃষ্ণ কর্তৃক স্তন পান হেতু অগুরুসৌরভ হল, কৃষ্ণের মুখের সম্বন্ধে। এখানে হেতু—**কৃষ্ণেন**—সৌগন্ধ্য-সৌরূপ্যাদি নিজাশেষোৎকর্ষ প্রকাশকারী ভগবানের দ্বারা **নির্ভুক্তঃ**—নিঃশেষে ভুক্ত—প্রাণের সহিত স্তন পাণ এই কারণে বলা হল নিঃশেষে। অতএব **সপদি**—ধূমঘ্রাণ সময়েই **আহত পাপ্মনঃ**—আ—সম্যক্‌রূপে। **হত**— সকল ধূমসেবীর পাপ-রাশি যার দ্বারা নাশিত সেই পূতনাদেহের ধূম—এইরূপে ভগবৎ-উচ্ছিষ্ট-মহিমা দেখানো হলো। এই কথার

৩৫। পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্॥
৩৬। কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
যচ্ছন্ প্রিয়তমং কিন্নু রক্তাস্তন্মাতরো যথা॥

৩৫-৩৬। অন্বয়ঃ পূতনা লোকবালঘ্নী (শিশুঘাতিনী) রুধিরাশনা (রক্তপায়িনী) রাক্ষসী জিঘাংসয়া অপি (হননেচ্ছয়া অপি) হরয়ে স্তনং দত্ত্বা সৎগতিং আপ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা [চ] পরমাত্মনে কৃষ্ণায় রক্তা (অনুরক্তাঃ) তন্মাতরঃ যথা প্রিয়তমং (তস্য প্রিয়ং) কিং নু (কিঞ্চিৎ দ্রব্যং) যচ্ছন্ কিং পুনঃ [অবশ্যমেব স সদ্গতিং লভতে]।

৩৫-৩৬ মূলানুবাদঃ রাক্ষসী-শিশুঘাতিনী রক্তপায়িনী পূতনা হননেচ্ছায় হরিকে স্তনদান করেও সদ্গতি পেল। এইরূপ যে দাতার শিরোমণি, সেই পরমাত্মা কৃষ্ণকে দ্বেষমাত্র রহিত ভাবে যৎকিঞ্চিৎ দিলে, সেই যৎকিঞ্চিৎ আদর ও বিশ্বাসের সহিত দিলে, সেই দেয় বস্তুটি নিজের প্রিয় প্রিয়তর প্রিয়তম হলে, আবার এই প্রিয়তম বস্তুটি অনুরাগিজনের মতো প্রীতি মাখিয়ে দেওয়া হলে, আবার মাতৃ স্থানীয়া গোপী-মনোভাবে দেওয়া হলে তবে-যে উত্তরোত্তর অধিক অধিক উৎকৃষ্টগতি লাভ হবে, তাতে আর বলবার কি আছে।

ধ্বনি—অপবিত্র পূতনা রাক্ষসীর দেহ ভগবৎ উচ্ছিষ্ট হলে তার মহিমাই যদি এরূপ হয়, তবে পবিত্র বস্তু ভক্তির সহিত ভগবানে সমর্পিত হয়ে উচ্ছিষ্ট হলে তার মহিমা যে কি হবে, তা কি আর ভাষায় প্রকাশ করা যায়? পরবর্তী পূতনা ইত্যাদি শ্লোকে সেই কথাই বলা হয়েছে॥ জী০ ৩৪॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তদ্দেহস্য কৃষ্ণমুখস্পর্শোত্থং মহিমানমাহ, দহ্যমানস্যেতি। কৃষ্ণ নির্ভুক্তেন কৃষ্ণকৃত স্তন্যপানেন সপদ্যাহতঃ পাপ্মা যস্য তস্য॥ বি০ ৩৪॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কৃষ্ণের মুখের স্পর্শে পূতনার দেহ যে মহা মহিমায় ভরে উঠল, সেই কথাই বলা হচ্ছে—দহ্যমানস্য ইতি। **কৃষ্ণ নির্ভুক্তেন**—কৃষ্ণ কর্তৃক স্তন পানের দ্বারা তৎ-ক্ষণাৎ সমস্ত পাপরাশি চলে গেল যার সেই পূতনা দেহের॥ বি০ ৩৪॥

৩৫-৩৬। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকাঃ পূতনেতি যুগ্মকম্। জাত্যা রাক্ষসী তত্রাপি লোক-বালঘ্নী, তত্রাপি রুধিরাশনা, হরয়ে ইতি তত্তদ্দোষহরণাভিপ্রায়েণ পরমাত্মনে মৃতপ্রায়েষ্বন্তর্ব্বহিরিন্দ্রিয়েষু জ্ঞানক্রিয়াশক্তিপ্রদত্বেন সামান্যতস্তাবদ্ধিতায় কৃষ্ণায়, বিশেষতঃ পূতনাদীনামপি তাদৃশহিতকারিত্বরূপো যো গুণৈকদেশস্তদাদিগুণগণপ্রকটনেন সর্বচিত্তানাং স্বভাবত এব স্বস্মিন্নাকর্ষকায় তস্মৈ, তদ্বহির্বিদ্বেষাভাবেন যচ্ছন্, সদ্গতিং সতাং গতিং শ্রীকৃষ্ণমেব প্রাপ্নোতীতি।

কিং পুনঃ কিমুত ইত্যর্থঃ। তত্রাপি শ্রদ্ধয়া বিশ্বাসেন কিমুত, তত্রাপি ভক্ত্যা আদরেণ কিমুত, প্রিয়তমমিত্যুক্তেঃ, ক্রমপ্রাপ্ত্যা চায়মর্থো লভ্যতে, তত্রাপি প্রীত্যা স্বস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বা প্রিয়ং যচ্ছন্ কিমুত,

তত্রাপি প্রীত্যাতিশয়েন প্রিয়তরং যচ্ছন্ কিমুতেত্যেবার্থঃ; তত্রাপি অতিপ্রীত্যতিশয়েন প্রিয়তমং যচ্ছন্ কিমুত ইতি, কিঞ্চ, তত্রাপি রক্তাস্তদেকজীবনাস্তৎসুখৈকসুখাশ্চ যথা যচ্ছন্তি, তথা যচ্ছন্ কিং নু কিমুতেত্যেবার্থঃ, পুনরুক্তিঃ কৈমুত্যেঽপি বৈশিষ্ট্যায়, তত্রাপি তন্মাতরো যথা যচ্ছন্তি তথা কিমুতেতি, অতএব মাতরঃ সর্ব্ব-দৃষ্টান্তত্বেন সর্ব্বোপরি পৃথগেব স্থাপিতাঃ। ভোজনবিষয়ে মাতৃণামেব সর্ব্বাধিক-রাগাৎ প্রেয়স্যাদয়োঽপি ন দৃষ্টান্তিতা ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জী° ৩৫-৩৬ ॥

৩৫-৩৬। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** 'পূতনা' থেকে দুই শ্লোক এক সঙ্গে ব্যাখ্যা—একে তো জাতিতে রাক্ষসী, তাতে আবার লোকের শিশুনাশিনী, তাতে আবার রক্তপায়িনী। **হরয়ে**—এই পদটি ব্যবহার হয়েছে—পূতনার এই সব দোষ হরণ-অভিপ্রায়ে। **পরমাত্মনে**-মৃতপ্রায় জনের অন্তর্বহি ইন্দ্রিয়ে জ্ঞানক্রিয়াশক্তিপ্রদস্বরূপে সামান্যভাবে তাবৎ মঙ্গলস্বরূপ। **কৃষ্ণায়**—বিশেষত পূতনাদিরও তাদৃশ হিতকারিতারূপ গুণ যে-গুণসাগরের একাংশ মাত্র সেই গুণসাগর সর্বাংশে প্রকটের দ্বারা সর্বচিত্তের স্বভাবতঃই নিজেতে আকর্ষক কৃষ্ণ, (তাকে শ্রদ্ধা পূর্বক দিলে)। এইরূপে বাইরে বিদ্বেষ রহিত ভাবে প্রিয়বস্তু **যচ্ছন**—দান করে **সদ্গতিং**—সতের গতি শ্রীকৃষ্ণকেই পায়।

কিং পুনঃ—কৈমুতিক ন্যায়, এতে আর বলবার কি আছে। হত্যা করার ইচ্ছায় স্তন পান করেই সদ্গতি পেল পূতনা, এর মধ্যে কেউ যদি **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে কোনও বস্তু দেয়, সে যে পাবে তাতে আর বলবার কি আছে। এর মধ্যে কেউ যদি আবার **ভক্ত্যা**—আদরের সহিত কিছু দেয় তবে সে যে পাবে, তাতে আর বলবার কি আছে। **প্রিয়তম্**—প্রিয়তম বস্তু, এইরূপে উক্তি থাকা হেতু—প্রিয়, প্রিয়তর প্রিয়তম এইরূপে দানের বস্তুর তারতম্যে কৈমুতিক ন্যায় চলবে, যথা—এর মধ্যেও প্রীতির সহিত নিজের বা কৃষ্ণের প্রিয়বস্তু দান করলে যে পাবে তাতে আর বলবার কি আছে, এর মধ্যেও আবার প্রীতির আতিশয্যের সহিত প্রিয়তর বস্তু দান করলে যে পাবে তাতে আর বলবার কি আছে। এর মধ্যেও আবার অতি প্রীতির আতিশয্যের সহিত প্রিয়তম বস্তু দান করলে যে পাবে তাতে আর বলবার কি আছে। আরও, এর মধ্যেও **রক্তাঃ**—কৃষ্ণৈকজীবন জন ও কৃষ্ণ সুখেই সুখী জন যে ভাবে কৃষ্ণকে প্রদান করে, সেইরূপে দান করত **কিং নু**—কৈমুতিক, পাবে যে তাতে আর বলবার কি আছে। পূর্বে প্রথমেই 'কিং পুনঃ' বলে কৈমুতিক প্রয়োগ থাকলেও পুনরায় এখানে কৈমুতিক প্রয়োগ হল এখানকার কথার বৈশিষ্ট্য প্রখ্যাপনের জন্য। এর মধ্যেও কৃষ্ণ মাতাগণ যে ভাবে প্রদান করে সেই ভাবে প্রদান করলে যে পাবে এতে আর বলবার কি আছে, অতএব মাতাগণ সর্বদৃষ্টান্তরূপে সর্বোপরি পৃথক্‌ভাবে স্থাপিত। ভোজন বিষয়ে মাতাগণেরই সর্বাধিক রাগ হেতু প্রেয়সী গণকেও দৃষ্টান্তরূপে আনা হল না, এইরূপ বুঝতে হবে ॥ জী° ৩৫-৩৬ ॥

[শ্রীজীব-ক্রমসন্দর্ভ ঃ **পরমাত্মনে**—জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি প্রদায়ী বলে এই সাধারণ ভাবে 'পরমাত্মা' পদে অভিহিত করা হল। সর্বমঙ্গলপ্রদায়ী বলে 'কৃষ্ণ' পদ দেওয়া হল। বিশেষতঃ পূতনাদিরও তাদৃশ হিতকারিতা রূপ গুণ যার একাংশ সেই অনন্ত গুণপুঞ্জ প্রকাশের দ্বারা সর্বচিত্ত নিজেতে স্বাভাবিক ভাবেই যিনি আকর্ষণ করেন সেই কৃষ্ণকে পূতনার দ্বেষের মতো দ্বেষমাত্র রহিত ভাবে অর্থাৎ উদাসীন ভাবে

যৎকিঞ্চিৎ প্রদানকারী জনের যে উৎকৃষ্ট গতি লাভ হবে এতে আর বলবার কি আছে। এই যৎকিঞ্চিৎ যদি শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে দেওয়া হয় ইত্যাদি—এইভাবে কৈমুতিক ন্যায় প্রবাহ চললো ॥ জী° ক্র° ৩৬ ॥

৩৫-৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ প্রসঙ্গাৎ কৈমুত্য ন্যায়েন ভক্তে র্মহিমানমাহ,পূতনেতি জিঘাংসয়াপি কিমুতৌদাসীন্যেন কিমুততরাং শ্রদ্ধয়া কিমুততমাং শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যেত্যর্থঃ। হরয়ে ভগবৎ প্রাদুর্ভাবমাত্রায় কিমুত কৃষ্ণায় পরমাত্মনে সর্ব পরম স্বরূপায়ইবতারিণে। বিষস্তনমপি কিমুত বিষেতরদ্বস্তু কিমুততরাং প্রিয়ং কিমুততমাং প্রিয়তরং কিমুতাতিতমাং প্রিয়তমম্। পূতনা নাম্না প্রসিদ্ধা রাক্ষস্যপি কিমুত মানুষ্যঃ কিমুততরাং ভক্তাঃ কিমুততমাং রক্তা অনুরাগযুক্তাঃ। তত্রাপি কিমুততমাং তন্মাতরোইতিবৎসলাঃ বৎসহরণলীলা গতাস্তাস্বপ্যাতিতমা অনির্বাচ্যত্বাৎ শ্রীযশোদা তু দূরত এব প্রণতিপাত্রীকৃত্যৈব স্থাপিতা ন তুল্লিখিতেতি করণ সম্প্রদানকর্ম্মকর্তৃপদেষু কৈমুত্যমণ্ডলী ॥ বি° ৩৫-৩৬ ॥

৩৫-৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রসঙ্গক্রমে কৈমুতিক ন্যায়ে ভক্তির মহিমা বলা হচ্ছে—পূতনা ইতি। **জিঘাংসয়াপি ইত্যাদি**—হত্যা করার ইচ্ছায় স্তন দান করেও যদি সদ্গতি লাভ হল, তবে উদাসীন ভাবে দান করলে যে আরও উৎকৃষ্ট গতি লাভ হবে এতে আর বলবার কি আছে। আর সেই বস্তু **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধার সহিত যদি অর্পণ করা যায় তবে যে **কিমুততরাং**—আরও আরও উৎকৃষ্ট গতি লাভ হবে এতে আর বলবার কি আছে। আর যদি শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত অর্পণ করা যায় তবে যে **কিমুততমাং**—আরও আরও উৎকৃষ্ট গতি লাভ হবে এতে আর বলবার কি আছে। (পুনরায় শ্রীভগবানের অংশ অংশী বিচারে কৈমুতিক ন্যায়—) **হরয়ে**—শ্রীভগবৎ অবতার মাত্রকেই অর্পণ করলে সদ্গতি লাভ হয় **কিমুত কৃষ্ণায়পরমাত্মনে**—সর্বাবতার-অবতারী সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে অর্পণ করলে যে সদ্গতি হবে এতে আর বলবার কি আছে।

(পুনরায় বিষস্তনের উপর কৈমুতিক ন্যায়—) বিষস্তন দিয়েই পেল **কিমুত বিষেতর**—বিষেতর বস্তু দিলে যে পাবে এতে আর বলবার কি আছে। **কিমুতরাং প্রিয়ং**—প্রিয়বস্তু দিলে যে আরও আরও উৎকৃষ্ট গতি পাবে এতে আর বলবার কি আছে। **কিমুততমাং প্রিয়তরং**—প্রিয়তর বস্তু দিলে যে আরও আরও আরও উৎকৃষ্ট গতি পাবে এতে আর বলবার কি আছে। **কিমুতাতিতমাং**—প্রিয়তমবস্তু দিলে যে আরও আরও আরও আরও উৎকৃষ্ট গতি পাবে এতে আর বলবার কি আছে।

(এইবার পূতনার উপরে কৈমুতিক ন্যায়—)

পূতনা নামক রাক্ষসীই সদ্গতি পেল **কিমুত**—মনুষ্য হলে যে পাবে এতে আর বলবার কি আছে। **কিমুততরাং**—ভক্ত হলে যে আরও আরও উৎকৃষ্টগতি পাবে এতে আর বলবার কি আছে। **কিমুততমং রক্তা**—অনুরাগী জন হলে যে আরও আরও আরও উৎকৃষ্ট গতি পাবে এতে আর বলবার কি আছে। এর মধ্যেও আবার **কিমুততমাং**—বৎসহরণ লীলাগতা অতিবৎসলা গোপীগণ যে আরও আরও আরও আরও উৎকৃষ্ট গতি পাবে এতে আর বলবার কি আছে। **কিমুতাতিতমাং**—অনির্বাচ্যত্ব হেতু যশোদাকে দূর থেকে প্রণামপাত্রী করেই সর্বোচ্চ আসনে স্থাপন করে রাখছি, কিছু লিখলাম না ॥বি৩৫-৩৬।

৩৭। পদ্ভ্যাং ভক্তহৃদিস্থাভ্যাং বন্দ্যাভ্যাং লোকবন্দিতৈঃ।
অঙ্গং যস্যাঃ সমাক্রম্য ভগবানপিবৎস্তনম্॥

৩৮। যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্।
কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ কিমু গাবোঽনুমাতরঃ॥

৩৭-৩৮। অন্বয় : লোকবন্দিতৈঃ বন্দ্যাভ্যাং ভক্ত হৃদিস্থাভ্যাং পদ্ভ্যাং যস্যাঃ (পূতনায়াঃ) অঙ্গং সমাক্রম্য ভগবান্ স্তনম্ অপিবৎ, সা যাতুধানী (রাক্ষসী) অপি স্বর্গং (বৈকুণ্ঠমেব ন তু নশ্বরং স্বর্গং) আপ (প্রাপ্তা) কৃষ্ণভুক্তস্তন ক্ষীরাঃ (কৃষ্ণেন পীতং স্তনদুগ্ধং যাসাং তাঃ (অনুমাতরঃ (মাতৃসদৃশ্য এব) গাবঃ (ধেনবঃ) কিমু (পরং পদমবশ্যমেব গতাঃ।

৩৭-৩৮। মূলানুবাদ : একমাত্র ভক্তজন-হৃদয়ে অবস্থিত এবং সকল লোকের দ্বারা এমন কি শিবাদি দ্বারাও বন্দিত শ্রীচরণ-যুগলের দ্বারা যার অঙ্গ দৃঢ় করে আকড়ে ধরে স্তন পান করলেন শ্রীকৃষ্ণ, সে হননেচ্ছু রাক্ষসী হলেও ধাত্র্যুচিত গতি লাভ করে গোলোকে গেল, সুতরাং ব্রহ্মমোহন লীলায় কৃষ্ণ অতি আবেশে যাঁদের স্তন পান করেছিলেন সেই গাভী এবং মাতৃস্থানীয় গোপীগণ যে আরও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করবে, এতে আর বলবার কি আছে।

৩৭-৩৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা : নন্বু যদ্যেবং দুষ্টা, তর্হি কথং সদ্গতিমাপ ? উচ্যতে —তন্মহিমদৃষ্ট্যা নাশ্চর্য্যম্ তদপীতি বদংস্তস্যাস্তামেব সদ্গতিং পুনরাশ্চর্য্যবিশেষায় পরমবিশেষতো দর্শয়তি— পদ্ভ্যামিতি যুগ্মকেন। ভক্তানামেব নান্যেষাং, হৃদ্যেব স্থিতাভ্যাং, ন তু সাক্ষাৎকর্তুং শক্যাভ্যাং, যে সর্ব্বৈরপি লোকৈর্বন্দিতা শ্রীব্রহ্মশিবাদয়োঽপি মহাভক্তাস্তৈরপ্যুদ্দেশমাত্রেণ বন্দিতুং যোগ্যাভ্যাং, ন তু সাক্ষাৎ সেব্যাভ্যাম্, ন তু যথাকথঞ্চিৎ স্পৃষ্টং বা, যস্যাঃ স্তনমপ্যপিবৎ, তথাভূতা সতী সদ্গতিমাপেতি কিমাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ; তত্র চ মাতৃবেশভাবানুকরণে তৎকরুণৈব কারণমিতি ভাবঃ। তদুক্তং 'সদ্বেশাদিব পূতনা' (শ্রীভা° ১০।১৪ ৩৫) ইতি, 'কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম' (শ্রীভা° ৩।২ ২৩) ইতি চ, 'ব্রহ্মা ভবো লোকপালাঃ সর্ব্বাসং মেঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ' (শ্রীভা° ১১।৭।১) ইতিবৎ। স্বর্গং পরমসুখানুভবস্থানম্, 'য এতৎ 'পূতনামোক্ষম্' (শ্রীভা° ১০।৬।৪৪) ইতি বক্ষ্যমাণরীত্যা প্রপঞ্চাতীতম্; 'পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা' (শ্রীভা° ১০। ১৪।৩৫) ইতি-রীত্যা 'গোকুলং বনবৈকুণ্ঠম্' ইতি শ্রীকৃষ্ণোপনিষদ্রীত্যা 'গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্' ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতা (৫।২) রীত্যা চ শ্রীগোকুলস্যৈব প্রাপঞ্চিকলোকানভিব্যক্তত্বম্; 'চিন্তামণি-প্রকরসদ্ম' (৫।৪০) ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতাবর্ণিতপ্রকারবিশেষম্, 'গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি' '(৫।৪৮) ইতি, তত্র প্রসিদ্ধ্যা শ্রীগোলোকাখ্যং শ্রীকৃষ্ণলোকমেব, অতএব জননীগতিং তত্রাপি জনন্যাঃ শ্রীযশোদায়া ইব গতিং নিজলালনাদ্যধিকৃতধাত্রীবর্গপ্রবেশমিত্যর্থঃ। নিষেৎস্যতে চ জননীনামন্যগতি-রিতি ভাবঃ। তদুক্তম্—'ত্বামেব দেবাপিতা', (শ্রীভা° ১০।১৪।৩৫) 'লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাম্' (শ্রীভা° ৩।২।২৩) ইতি চ নন্বু তস্যা দৃষ্টান্তত্বেন মাতৃণামপি তথৈব গতিরভিপ্রেয়তে, নেত্যাহ—কৃষ্ণেতি। তস্মাদেব

গাবো মাতরশ্চ জননীগতিমবাপুরিতি কিমু ব্যক্তব্যম্? গাবস্তাস্তদীয়া গাব এব, মাতরশ্চ মাতর এব নিত্যমিত্যর্থঃ। অপ্রস্তুতানাং গবাং প্রয়োগো মাতৃষু কৈমুত্যায়, অনুমাতর ইতি বা চ্ছেদঃ। যদ্বা, কিমু গাবঃ, যতস্তা অনুমাতরো মাতৃসদৃশ্য এব, অতঃ শ্রীযশোদা তু সর্বমূর্ধমণিবদেব দূরে রক্ষিতেতি জ্ঞেয়ম্। অত্র ক্ষীরপদাধিক্যাৎ পূতনায়াং তদনুকরণমিত্যেব চ সিদ্ধম্॥ জী° ৩৭-৩৮॥

৩৭ ৩৮। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** (পূর্বপক্ষের প্রশ্ন, পূতনার মতো এতাদৃশ দুষ্টা কি করে সদ্গতি পেল? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দেখে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তা হলেও বিশেষ আশ্চর্য করে দেওয়ার জন্য পূতনার এই সদ্গতি পরমবিশেষভাবে দেখান হচ্ছে—পদ্ভ্যামিতি এই দুটি শ্লোকে।)

ভক্তহৃদিস্থাভ্যাং—যে শ্রীচরণ একমাত্র ভক্তগণের হৃদয়েই বিরাজিত, অন্যত্র নহে। হৃদয় মধ্যেই অবস্থিত মাত্র, এঁরা সাক্ষাৎ করতে কিন্তু সক্ষম হয় না। সর্বলোকের দ্বারাই যাঁরা পূজিত সেই শ্রীব্রহ্মা শিবাদি তো মহাভক্ত, এরূপ যে মহাভক্ত এঁরাও শুধুমাত্র উদ্দেশ্যে বন্দনা করতে পারেন, কিন্তু সাক্ষাৎ সেবা পান না যে পাদপদ্মের—সেই **পদ্ভ্যাম্ সমাক্রম্য**—সেই পদযুগল দ্বারা যাঁর অঙ্গ সম্যক্ আক্রমণ করত, যথাকথঞ্চিৎ স্পর্শমাত্র করে-যে তা নয়। **যস্যাঃ স্তনমপ্যপিবৎ**—যার স্তনও পান করল সে যে সদ্গতি পাবে, এতে আর আশ্চর্য কি আছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের করুণার কারণ হল, পূতনার মাতৃবেশভাবানুকরণ। একথার প্রমাণ ভা° ১০।১৪।৩৫ –"সদ্বেশাদিব পূতনা" ইতি। ভা° ৩।২। ২৩—'কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম' ইতি। **স্বর্গমবাপ জননীগতিম্**—'স্বর্গং—পরম সুখানুভব স্থান, (শ্রীভা° ১০ ৬।৪৪) 'য এতৎ পূতনা মোক্ষম্' শ্রীভাগবতের এই বাক্যানুসারে প্রপঞ্চাতীত স্থান। (শ্রীভা ১০।১৪।৩৫—"পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা" অর্থাৎ হে দেব। পূতনাও কুলের সহিত সেই কৃষ্ণকেই প্রাপ্ত হল—এই বাক্যানুসারে, শ্রীকৃষ্ণ-উপনিষৎ—"গোকুলং বন বৈকুণ্ঠং" এই বাক্যানুসারে এবং শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা 'গোকুলাখ্যং মহৎপদম্' এই বাক্যানুসারে শ্রীগোকুলেরই প্রাপঞ্চিক লোকে অনভিব্যক্ততা আছে। পুনরায় ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৮ "গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।" এই প্রমানানুসারে এখানে 'স্বর্গ' বলতে প্রসিদ্ধ শ্রীগোলোক নামক শ্রীকৃষ্ণলোক—ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। অতএব **জননী গতিম্**—জননী যশোদার মতো গতি—নিজ লালনাদিতে নিযুক্ত ধাত্রীবর্গের মধ্যে প্রবেশ। এ বিষয়ে প্রমাণ ভা° ৩ ২।২৩—'লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাম্'। ধাত্রী-উচিত গতি লাভ করল।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে দৃষ্টান্তে 'জননী' পদ থাকাতে জননী-গতিই তো হওয়া অভিপ্রেত মূলের—এরই উত্তরে মূলে বলা হচ্ছে 'কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ কিমু" এখানে কৈমুতিক ন্যায়ে বলা হচ্ছে, রাক্ষসী পূতনাই যদি অমন গতি (ধাত্র্যুচিত) পেল তবে ধেনুগণ এবং গোপীগণ যাঁদের স্তন ব্রহ্মমোহনলীলায় কৃষ্ণ পান করেছিল তাঁরা যে জননীগতি পাবে এতে আর বলবার কি আছে। কৈমুতিক ন্যায়টাই হল ছোটর মহিমা

বলে বড়-র মহিমা খ্যাপন করা, কাজেই পূতনার প্রাপ্তি ও ধেনু-গোপীগণের প্রাপ্তি যে সম হবে না, বড়ই হবে, তা সহজেই বুঝা যাচ্ছে।

অতঃপর শ্রীযশোদাকে সর্বশিরোমণির মতো দূরে স্থাপন করে প্রণাম করছি ॥ জী° ৩৭ ৩৮ ॥

৩৭-৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ভগবতো নিষ্কারণক কৃপা প্রাপিতং পূতনায়াঃ সৌভাগ্যং তাবৎ পশ্যেত্যাহ, পদ্ভ্যামিতি দ্বাভ্যাং। ভক্তহৃদিস্থাভ্যামিতি পূতনা ন ভক্তা নাপ্যভক্তা কিন্তু তস্য বৈরিণীতি ভাবঃ। লোকবন্দিতৈর্ব্রহ্মরুদ্রাদিভিরপি বন্দ্যাভ্যামিতি পূতনয়া তু পাদৌ ন বন্দিতৌ নাপ্যবন্দিতৌ কিন্তু মরণসময়ে স্বহৃদয়াৎ সকাশাৎ নিষ্কাসয়িতুং যতমানয়াপ্যশক্নুবত্যা স্বপাণিভ্যাং যাবদ্বলং তাড়িতৌ এবেতি ভাবঃ। সম্যগাক্রম্য নতু যথাকথঞ্চিৎ স্পৃষ্ট্বা স্বর্গং "ব্রহ্মাদয়ো লোকপালাঃ সর্ব্বাসং মেঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ" ইতিবৎ। পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতেতি ব্রহ্মোক্তে র্বৈকুণ্ঠমেব ন তু নশ্বরং স্বর্গম্। তমপি কীদৃশং জনন্যাঃ শ্রীযশোদায়াঃ প্রকাশভেদেন গতির্যত্র তমিতি শ্রীগোলোকমেব তস্যেহ স্বর্গপদেনোক্ত্যা সুখৈশ্বর্য্যোত্তরং সাল্যোক্যমবাপ নতু প্রেমসেবোত্তরমিতি বুদ্ধ্যতে। জনন্যাঃ সম্বন্ধিনীং গতিমিতি তু ন ব্যাখ্যেয়ং রক্তাস্তন্যা-তরো যথেতি পূর্ব্বত্র "কৃষ্ণভুক্ত স্তনক্ষীরাঃ কিমু গাবোঽনুমাতরঃ" ইত্যুত্তরত্র চ ততঃ সকাশাৎ তন্মাতৃণামপ্য-ন্যাসামপ্যাধিক্য প্রতিপাদনাৎ বৈরিত্বেন কংসাদি স ম্যেঽপি যস্যা বেষভাবানুকরণ কারণাদেবৈতাবৎ কৃপা-পাত্রী বভূব পূতনা তস্যাঃ শ্রীযশোদায়া গতি প্রাপ্তুং যোগ্যতাং সা কথং ধত্তামিত্যত এব "লেভে গতিং ধাত্রুচিতাম্" ইত্যুদ্ধবেনোক্তম্। অতএবাত্রাপি জননী শব্দেন ধাত্র্যেব ব্যাখ্যেয়েতি কেচিৎ। তত্রাপি ধাত্র্য-চিতেতি শব্দেন ধাত্রীসম্বন্ধিনী গতি র্ন লভ্যতে। মহারাজোচিতা সম্পদস্যেত্যুক্তে র্মহারাজ তুল্যৈব সম্পৎ প্রতীয়তে ন তু মহারাজসম্বন্ধিনীতি। তস্মাৎ সুখৈশ্বর্য্যোত্তরে গোলোকে ধাত্রী সারূপ্যং পূতনা প্রাপেতি সিদ্ধান্তঃ ॥ বি° ৩৭-৩৮ ॥

৩৭ ৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ হে বিশ্ববাসি! শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপায় প্রাপ্ত পূতনাসৌভাগ্যসীমা দেখ—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—পদ্ভ্যাম্ ইতি দুই শ্লোক। **ভক্তহৃদিস্থাভ্যাম্**—এই পদযুগল ভক্ত-হৃদয়েই বিরাজিত হয়, কিন্তু পূতনা না-ভক্ত, না-অভক্ত, সে হল কৃষ্ণের শত্রু। **লোকবন্দিতৈঃ**—এই পদযুগল সকল লোকেরই বন্দিত, এমন-কি জগৎপূজ্য ব্রহ্মাশিবাদিরও বন্দিত—পূতনা কিন্তু এ পদ-যুগলের বন্দনাও করে নি, অবন্দনাও করে নি—উপরন্তু মরণসময়ে নিজ বক্ষোদেশ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করেও অক্ষম হয়ে তাড়না করেছিল—নিজ হাতে যতটুকু বল আছে। **সমাক্রম্য**—সম্যক্ প্রকারে আকড়ে ধরে—যথাকথঞ্চিৎ স্পর্শ করেই-যে, তা নয়। **স্বর্গং**—পূতনার স্বর্গ প্রাপ্তি হল। এই স্বর্গের অর্থ কি, তাই বলা হচ্ছে, যথা—শ্রীভা° ১১।৭।১ "ব্রহ্মা শিব লোকপালগণ সম্প্রতি আমার ধাম **সর্বাসং**—বৈকুণ্ঠবাস প্রার্থনা করছে।" আরও ১০।১৪।৩৫ শ্লোকে ব্রহ্মার উক্তি—"হে দেব পূতনাও সবংশে আপনাকেই পেয়েছিল।" এই দুই শ্লোকের প্রমাণ অনুসারে 'স্বর্গ' পদে এখানে 'বৈকুণ্ঠ' বুঝা যাচ্ছে, নশ্বর স্বর্গ নয়। সেই বৈকুণ্ঠ কিরূপ? প্রকাশ ভেদে জননী যশোদার যেখানে গতি, সেই বৈকুণ্ঠ ইহা শ্রীগোলোকই। সেই গোলোককে এখানে 'স্বর্গ' পদে অভিহিত করাতে বুঝা যাচ্ছে, পূতনা গোলোকে

৩৯। পয়াংসি যাসামপিবৎ পুত্রস্নেহস্নুতান্যলম্।
ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাদ্যখিলপ্রদঃ।
৪০। তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্বতীনাং সুতেক্ষণম্।
ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ॥

৩৯-৪০। **অন্বয়ঃ** যাসাং পুত্র-স্নেহস্নুতানি (সন্তান স্নেহবশাৎ ক্ষরিতানি) পয়াংসি (স্তন দুগ্ধানি) ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ অলম্ (পর্য্যাপ্তম্) অপিবৎ, অবিরতং কৃষ্ণে সুতেক্ষণং (শ্রীকৃষ্ণে সুতভাবং) কুর্ব্বতীনাং তাসাং হে রাজন্! অজ্ঞান সম্ভবঃ সংসার পুনঃ ন কল্পতে (ন ভবতি)।

৩৯-৪০। **মূলানুবাদ** ঃ হে রাজন্! কৈবল্যাদি নিখিল অর্থের প্রদাতা ভগবান্ দেবকীনন্দন যাঁদের পুত্র-স্নেহবিগলিত স্তন পান করেছেন, যাঁরা নিত্যই কৃষ্ণে পুত্রভাব পোষণ করেন, সেই গো-গোপীদের অজ্ঞান জনিত সংসার কখনও-ই যোগ্য হয় না।

সুখ-ঐশ্বর্যপ্রধান সালোক্য পেল। প্রেমসেবা প্রধান গতি নয়। জননী সম্বন্ধিনী গতি পেল, এরূপ ব্যাখ্যা কিন্তু করা যাবে না। এর কারণ বলা হচ্ছে, যথা—পূর্বের ১০।৬।৩৬ শ্লোকে—“রক্তাস্তন্মাতরো যথা” অর্থাৎ অনুরাগী জন এবং মাতৃস্থানীয়গণকে কৈমুতিক ন্যায় প্রবাহে সর্বোচ্চ স্থানে রাখা হয়েছে। আবার পরবর্তী ১০।৬।৩৮ শ্লোকে “কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরা কিমুগাবোঽনুমাতরো” অর্থাৎ কৃষ্ণ যাদের স্তনক্ষীর পান করেছিলেন সেই মাতৃসদৃশী গাভীগণ ও মাতৃস্থানীয়া গোপীগণের পূতনা থেকে উত্তমাগতি প্রাপ্তির কথা প্রতিপাদিত হয়ে আছে। বৈরিতায় কংসাদির সমান হয়েও শুধুমাত্র যাঁর বেষ ও ভাব অনুকরণ-কারণেই এতদূর পর্যন্ত কৃপা পেল পূতনা, সেই যশোদার গতি কি করে তার হতে পারে? সেই জন্যেই উদ্ধব বললেন—“লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাম্’ অর্থাৎ পূতনা ধাত্র্যুচিত গতি পেল। অতএব এখানেও কেউ কেউ ‘জননী’ পদের অর্থ ধাত্রীই করে থাকেন। এখানেও বলবার কথা এই যে ‘ধাত্রুচিত’ পদে ধাত্রী সম্বন্ধিনী গতি পেল, এরূপ বলা যাবে না। মহারাজোচিত সম্পত্তির অধিকারী, এরূপ বললে মহারাজের মতো সম্পত্তি, এরূপ বুঝায়—মহারাজ সম্বন্ধিনী নয়। এই হেতু এখানে সিদ্ধান্ত দাঁড়াল—পূতনা সুখঐশ্বর্য-প্রধান গোলোকে ধাত্রী স্বারূপ্য পেল।

[শ্রীসনাতনের (বৃ০ ভা০ ২ ৫ ১০৩)—“কাষ্ঠামুত্রৈবপরাং”এবং (বৃ০ ভা০ ২।৫।১১১)—“কিং বর্ণতাং ব্রজভুবো মহিমা” ইত্যাদি শ্লোকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, প্রকটকালে ব্রজে কৃষ্ণ-করুণার এক অতি উচ্ছলিত অবস্থা, যা অন্য কুত্রাপি সম্ভব নয়। এই উচ্ছলিত করুণবেগেই পূতনা ভাসতে ভাসতে গোলোকে চলে গেল, মাতৃস্তনে বিষ মাখিয়ে হননেচ্ছায় এসেও, শুধুমাত্র মাতৃবেশ ও ভাবের অনুকরণে—এরূপ করুণা কিন্তু অন্য কোথাও, অন্য সময়ে প্রকাশিত হয় না।]॥ বিং ৩৭-৩৮॥

৩৯-৪০। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ তস্যাঃ স্বর্গং বিশেষ্টুং তদ্বিশেষণং জননীগতিং বিশিনষ্টিঃ—পয়াংসীতি যুগ্মকেন। অয়মর্থঃ—কৈবল্যাদ্যখিলার্থদঃ, কামিনাং ধর্মাদিমাত্রার্থদঃ, ন তু স্বস্বরূপব্যঞ্জকঃ, মুমুক্ষূণান্ত কৈবল্যদঃ, নির্বিশেষব্রহ্মাখ্যস্বস্বরূপ তাদাত্ম্যমাত্রপ্রাপকঃ, ন তু সবিশেষভগবদাখ্যস্বস্বরূপোপলম্ভকঃ, তথা ভগবান্ ভক্তানামপি ভগবৎস্বরূপমাত্রেণ, ন তু মমতাবিশেষময়প্রেমবিশেষপ্রদেন পুত্রাদিরূপেণ তৎপ্রাপক ইত্যর্থঃ। তথা দেবকীপুত্রঃ শ্রীদেবক্যা অপি জন্মনৈব পুত্রঃ, ন তু 'পিতরৌ নান্ববিন্দেতাম্' (শ্রীভা (১০।৮।৪৭) ইত্যাদিনা শ্লাঘিষ্যমাণ-তাদৃশভাবময় লালনেনাপীত্যর্থঃ। স এষ যাসাং গবাং মাতৃণাঞ্চালমত্যর্থ পুত্রস্নেহস্নুতম্, অলমত্যমেবাপিবদিতি পরস্পরং তদ্ভাবস্য গাঢ়ত্বেনাধিক্যেন চ সর্বোত্তমত্বং দর্শিতম্। এতচ্চ—'ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা' (শ্রীভা° ১০ ১২।১১) ইত্যাদিবজ্‌জ্ঞেয়ম্। অতস্তাসাম্ অজ্ঞানসম্ভবঃ সংসারঃ, সংসারিত্বং ন পুনর্ন তু কল্পতে ঘটতে, জ্ঞানাদূপর্য্যুপরি সমারূঢ়ত্বাৎ। সাংসারিকেষু 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্' (শ্রীভা° ৬।১৪।৫) ইত্যাদি-ন্যায়েন শুদ্ধভক্তস্যাপ্যেকস্য পরম-দুর্ল্লভত্বাত্তদ্বিধানামসম্ভব ইতি। তদেব ব্যঞ্জয়তি—অবিরতং নিত্যমেব শ্রীকৃষ্ণে সুতেক্ষণং সুতভাবং কুর্বতীনামেব সতীনাং যত্র শ্রীকৃষ্ণস্তত্র নিত্যমেবৈতাদৃশীনামেবেত্যর্থঃ। হে রাজন্! ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে বিরাজমানেতি সিদ্ধান্তে সাবধানং করোতি, অতঃ স্বর্গস্য জননীগতিমিতি বিশেষণেনাপ্রাপঞ্চিকত্বমেব সুতরামিতি চাগতম্॥ জী° ৩৯-৪০॥

৩৯ ৪০। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ গো-গোপীদের নিত্য অবস্থিতি যেখানে সেই স্বর্গ অর্থাৎ গোলোকের মহিমাধিক্য প্রকাশার্থে তার বিশেষণ জননীগতির মহিমাধিক্য বলা হচ্ছে—পয়াংসি ইতি দুইটি শ্লোকে। ভগবান্ দেবকীপুত্র কৈবল্যাদি অখিলপ্রদ,—কামীগণকে শুধু ধর্মঅর্থকাম দান করেন, নিজের স্বরূপ তাঁদের কাছে প্রকাশ করেন না। মুমুক্ষুগণকে মোক্ষ দেন—নির্বিশেষ ব্রহ্ম নামক নিজস্বরূপে তাদাত্ম্যমাত্র পাইয়ে দেন, সবিশেষ ভগবান্ নামক নিজ স্বরূপের জ্ঞান দেন না। তথা ভগবান্ ভক্তগণকে ভগবৎস্বরূপ জ্ঞানমাত্রই দেন—মমতা বিশেষময় প্রেমবিশেষ দেন না অর্থাৎ পুত্রাদিরূপে তাঁর কাছে আসেন না। তথা তিনি দেবকীপুত্র, শুধুমাত্র দেবকীর গর্ভ থেকে প্রকাশ পেয়েছিলেন বলেই প্রশংসনীয়, তাদৃশ ভাবনাময় লালনের দ্বারা নয়—লালনের দ্বারা যে নয়, তা (ভা°১০।৮ ৪৭) "পিতরৌ নান্ববিন্দেতাম্" শ্লোকে বলা আছে। সেই অখিলপ্রদ তিনি **যাসাং**—যাদের, যে গাভীগণের এবং মাতৃস্থানীয়া গোপীগণের স্তন 'অলম্'—অত্যর্থং অর্থাৎ অতিশয় দুর্লভ বুদ্ধিতে পান করলেন। **পয়াংসি**—পুত্রস্নেহস্নুত স্তনদুগ্ধ—'পুত্রস্নেহস্নুত' পদের সহিতও 'অলম্' পদটি অন্বিত হবে—এঁদেরও পুত্রে অলৌকিক স্নেহাধিক্য—এইরূপে পরস্পর বাৎসল্য রসের গাঢ়ত্ব ও আধিক্যের দ্বারা এই গাভী ও গোপীদের সর্বোত্তমতা দেখানো হল। এখানেও ঐ ভা° ১০।১২ ১১ "ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা" শ্লোকের ভাবেই বলা হয়েছে জানতে হবে। **সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ**—অতএব তাঁদের অজ্ঞান জনিত সংসার অর্থাৎ বিষয়াসক্তি **ন পুনঃ কল্পতে**-সম্ভব নয়—কারণ তাঁরা জ্ঞানেরও উর্ধ্ব উর্ধ্ব কক্ষায় প্রতিষ্ঠিত। এখানে একটি প্রশ্ন-সংসারী জীবের মধ্যে "মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্—ভা° ৬।১৪।৫। অর্থাৎ কোটিমুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণ ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ—ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে শুদ্ধ ভক্তের, তাও আবার একজনেরও পরমদুর্লভতা থাকায়—এরূপ

ভক্ত পাওয়াই তো দুর্ঘট—সেই কথাই প্রকাশ করা হচ্ছে, যথা—**অবিরতং**—নিত্যই শ্রীকৃষ্ণে **সুতেক্ষণম্** —সুতভাবকারী জনের অবস্থিতি যেখানে, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে নিত্যই পুত্রভাবে বিরাজমান্ থাকেন। এতাদৃশী ভক্তের নিকট সংসার অজ্ঞান অসম্ভব। **হে রাজন্**—এখানে রাজন্ বলে সম্বোধনের ধ্বনি হচ্ছে, তুমি তো ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান পারঙ্গত—এই ভাবে পরীক্ষিত মহারাজকে সিদ্ধান্ত বিষয়ে সাবধান করছেন শ্রীশুকদেব। সুতরাং 'স্বর্গ' পদের জননীগতি, এইরূপ বিশেষণের দ্বারা 'স্বর্গ' পদের অপ্রপাপঙ্ক্তিকতা স্বরূপই সুতরাং এসে যাচ্ছে ॥ জী° ৩৯-৪০ ॥

৩৯ ৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা :** নন্থ কিমু গাবোঽনুমাতর ইতি কৈমুত্যেন মাতৃণামপি বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিরেব যদ্যভিপ্রেয়তে তর্হি বৈরভাব বাৎসল্যভাবয়োস্তুল্যত্বাপত্তিঃ সাচ ভগবত্যবিবেচকত্ব লক্ষণং দোষমেব সমর্পয়েৎ যদি চ যাতুধান্যপি সা বৈকুণ্ঠমবাপ কিমুতানুরক্তাঃ পরম বৎসলাঃ মাতরো গাবশ্চ কিন্তু তাস্ততোঽ-প্যুত্তমং ফলং লভন্তে স্মেত্যভিপ্রেয়তে তর্হি তদেবাভিব্যজ্যতাং কিন্তুদিত্যপেক্ষায়মাহ পয়াংসীতি। অন্যেভ্যঃ কৈবল্যাদ্যখিল ফলপ্রদোঽপিযাসাং পয়াংসি অলং অতিশয়েন দুর্লভ বুদ্ধ্যা অপিবৎ। "স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদেতি" ব্রহ্মোক্তেশ্চ। তেন তাভ্যঃ কিময়ং বাঞ্ছিতং দাস্যতি প্রত্যুত তা এবাস্মৈ বাঞ্ছিতং দদতীতি স্ববাঞ্ছিতপূরণযোগ্যতা লক্ষণং ফলং গোগোপীভ্যঃকৃষ্ণে দদাবিত্যর্থ আয়াতঃ ততশ্চ বৈকুণ্ঠস্থিতে গোলকস্থিতেশ্চ সকাশাত্তদ্রূপৈব স্থিতিস্তাসাং সর্ব্বোৎকৃষ্টেতি সিদ্ধান্তোঽবগতঃ। দেবক্যাঃ পুত্রোঽপি তাসাং পয়াংস্যল-মপিবৎ ন তু তস্যা ইতি ততোঽপি তাসামুৎকর্ষো ধ্বনিতঃ। ন চ তাসাং সংসারধ্বংসলক্ষণং ফলমেব দাতব্য-মস্তীতি বাচ্যম্। সংসারো হি দেহগেহ পতিপুত্রাদ্যাসক্তিরূপস্তত্রাসাং দেহসম্বন্ধী স্তন্যামৃতং কৃষ্ণঃ পিবতি। গেহে কৃষ্ণঃ খেলতি। পতিঃ কৃষ্ণস্য পিতা। পুত্রঃ স্বয়ং কৃষ্ণ এবেতি তদাদ্যাসক্তেঃ সংসারত্বং ন ঘটত ইত্যাহ তাসামিতি। সুতেক্ষণং সুতভাবম্। ন তু কল্পতে ন ঘটতে। অজ্ঞানসম্ভব ইতি জ্ঞানিনাং ব্রহ্মানুভব এব তাবৎ সংসারিত্বভাব প্রতিপাদকঃ। ব্রহ্মানুভবাদপি শান্তভক্তানাং ব্রহ্মতয়া ভগবদনুভবঃ শ্রেষ্ঠঃ। ততোঽপি দাস্য ভাববতাং ভগবতঃ প্রভুত্বেনানুভবঃ ভগবদ্বশীকারকত্বাৎ শ্রেষ্ঠঃ ততোঽপি সখ্যভাববতাং সখিত্বেন ভগবদ্বশী-কারাতিশয়াৎ ততোঽপি বাৎসল্যবতাং সুতত্বেনানুভব শ্রেষ্ঠ ইতি সংসারাভাবেঽপি কৈমুত্যং ভক্তিরসামৃত-সিন্ধোরবগন্তব্যম্ ॥ ৩৯-৪০ ॥

৩৯-৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ :** এখানে একটি প্রশ্ন—"কিমু গাবোঽনুমাতর", এইরূপে কৈমুতিক ন্যায়ে মাতৃগণেরও যদি বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিই অভিপ্রেত হয়, তবে বৈরিভাব ও বাৎসল্যভাবের তুল্যতা রূপ সিদ্ধান্ত বিরোধ এসে যায়। আর ইহাতে ভগবানের উপর অবিবেচকতা দোষ আরোপিত হয়। আবার যদি এইরূপ অভিপ্রায় হয়—সেই রাক্ষসীর বৈকুণ্ঠে গতি হল, কিমুত অনুরক্তা—কিন্তু পরমবৎসলা মাতৃস্থানীয়াগণ তার থেকে উত্তমগতি লাভ করল। তবে সেই গতি কি, তা প্রকাশ করে বলাই সমীচীন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—পয়াংসীতি।

অন্যের কৈবল্যাদি অখিল সিদ্ধিদাতা হয়েও **পয়াংসি যাসাম্**—যাঁদের স্তনদুগ্ধ **অলং**—অতিশয় দুর্লভবুদ্ধিতে পান করেন—দুর্লভ বুদ্ধিতে যে পান করেন, তা ব্রহ্মাও বলেছেন, যথা—ভা° ১০। ১৪।৩১। ("অত্যন্ত আনন্দের সহিত যাঁদের স্তনামৃত পান করেছেন সেই ব্রজ গো গোপীগণ ধন্য।" অতএব

৪১। কটধূমস্য সৌরভ্যমবঘ্রায় ব্রজৌকসঃ।
কিমিদং কুত এবেতি বদন্তো ব্রজমাযযুঃ॥

৪১ **অন্বয় :** ব্রজবাসিনঃ কটধূমস্য (চিতাধূমস্য) সৌরভ্যম্ অবঘ্রায় (নাসিকয়া উপলভ্য) ইদং কিং কুতঃ এব (কস্মাৎবা আগতম্) ইতি বদন্তঃ ব্রজম্ আযযুঃ (আগতাঃ)।

৪১ **মূলানুবাদ :** মথুরা প্রত্যাগত সেই ব্রজবাসিগণ তখন ঐ শ্মশান-ধূমের সৌরভ আঘ্রাণ করত—এ-কি এ কোত্থেকে আসছে, এইরূপ বলতে বলতে ব্রজে এসে পৌঁছলেন।

এইরূপ আবেশে দুর্লভ বুদ্ধিতে যারা পান করেন তাঁদের কি এমন বাঞ্ছিত আছে, যা দিব। প্রত্যুত তাঁরাই আমাকে বাঞ্ছিত প্রদান করে থাকে। এইরূপ চিন্তা করে নিজবাঞ্ছিত যাতে সহজে প্রাপ্তি হতে পারে সেই রূপ উপযুক্ত ফল গো গোপীদের কৃষ্ণ দিয়ে থাকেন। অতএব বৈকুণ্ঠস্থিতি থেকে এমন কি গোলোকস্থিতি থেকেও এই ভৌমব্রজে তাঁদের স্থিতিই সেই ফল, যা সর্বোৎকৃষ্ট—এই সিদ্ধান্ত আসছে। দেবকীর গর্ভ থেকে জন্ম হলেও এঁদের স্তনই অতি আবেশে পান করেন—দেবকীর নয়। এই ভাবে দেবকীর থেকে তাঁদের উৎকর্ষ ধ্বনিত হল। তাঁদের সংসার-ধ্বংসরূপ ফল দেওয়ার আছে, এরূপও বলা যাবে না। সংসারই নেই তো তার ধ্বংসের প্রশ্ন আসবে কোত্থেকে। ভগবৎসেবা বিষয়ে কখনও ই সংসার হয় না। সংসার হল, দেহ-গেহ-পতি-পুত্রাদিতে আসক্তিরূপ। এই গোপীদের দেহ সম্বন্ধী স্তন কৃষ্ণ পান করছে। এঁদের গৃহে কৃষ্ণ খেলা করে বেড়াচ্ছে। এই গোপীদের স্বামী কৃষ্ণের পিতা। এদের পুত্র স্বয়ং কৃষ্ণ। এইসব আসক্তি সংসারতা ঘটায় না—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তাসাম্ ইতি। **সুতেক্ষণং**—সুতভাব। **ন পুনঃ কল্পতে**—ঘটায় না। **অজ্ঞান সম্ভব ইতি**—জ্ঞানীদের ব্রহ্মানুভবই অখিল সংসারিতা অভাব প্রতিপাদক। এই ব্রহ্মানুভব থেকেও শান্ত ভক্তদের ব্রহ্মরূপে ভগবদনুভব শ্রেষ্ঠ। তার থেকেও দাস্য ভাবের ভক্তদের ভগবান্‌কে প্রভুরূপে অনুভব শ্রেষ্ঠ। ক রণ এর দ্বারা শ্রীভগবানকে অধিকভাবে বশ করা যায়। তার থেকেও সখ্যভাবের ভক্তদের সখা-রূপে অনুভব শ্রেষ্ঠ। তার থেকেও বাৎসল্যবতীদের সুতভাবে অনুভব শ্রেষ্ঠ, উত্তরোত্তর বশীকারাতিশয্য এইরূপে এই সংসার-অভাব বিষয়েও কৈমুতিক ন্যায়ের ছাড়ছড়ি॥ বি° ৩৯-৪০॥

৪১। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা :** কটঃ শ্মশানম্' ইতি ক্ষীরস্বামী। ব্রজৌকসঃ—যে তদ্-বৃত্তান্তাৎ পূর্বমন্যত্র গতাস্তে তথা॥ জী° ৪১॥

৪১। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ : কটঃ**-শ্মশান। **ব্রজৌকসঃ**—ব্রজবাসিগণ, যাঁরা এ ঘটনার পূর্বে অন্যত্র গিয়েছিলেন॥ জী° ৪১॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা :** প্রাসঙ্গিকং সিদ্ধান্তং সমাপ্য প্রস্তুতমাহ কটধূমস্যেতি। কটঃ **শ্মশান**-মিতি ক্ষীরস্বামী। কুতঃ কিমিদমিতি কিমেতাবানগুরুধূপ ধূম ইন্দ্রপুরান্নিঃসৃত্য ভূতলমপি ভিত্ত্বা সুতলং প্রবেষ্টু-মুৎসহতে। কিম্বা বলিসদ্মতো নিঃসৃত্যামরাবতীমধিরোহতি কিমুদীচ্যাৎ কুবের পুরাৎ কিম্বা প্রতীচ্যাদ্বরুণা-লয়াদিত্যেবং বহুধা সন্দিহানা ইত্যর্থঃ॥ বি° ৪১॥

৪২ তে তত্র বর্ণিতং গোপৈঃ পূতনাগমনাদিকম্।
শ্রুত্বা তন্নিধনং স্বস্তি শিশোশ্চাসন্ সুবিস্মিতাঃ॥
৪৩। নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত মুদারধীঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ॥

৪২। **অন্বয় ঃ** তত্র (ব্রজে) তে (আগতাঃ ব্রজজনাঃ) গোপৈঃ বর্ণিতং পূতনাগমনাদিকং তন্নিধনং শিশোঃ (কৃষ্ণস্য) স্বস্তি (মঙ্গলং) চ শ্রুত্বা সুবিস্মিতাঃ আসন্।

৪৩। **অন্বয় ঃ** হে কুরূদ্বহ (হে কুরুবংশাবতংস! উদারধী (উদারমনাঃ) নন্দঃ প্রোষ্যাগতঃ (প্রবাসাৎ আগতঃ) স্বপুত্রং আদায় মূর্দ্ধ্নি (শিরসি) আঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে।

৪২। **মূলানুবাদ ঃ** সেখানে ব্রজস্থ গোপগণের মুখে পূতনার আগমনাদি, তার নিধন এবং শিশুর কুশল খবর শুনে তারা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

৪৩। **মূলানুবাদ ঃ** হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মথুরায় প্রবাস করে প্রত্যাগত উদার চিত্ত নন্দ মহারাজ পুত্র কোলে নিয়ে মস্তক আঘ্রাণ করত পরমানন্দ লাভ করলেন।

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত সমাপ্ত করে প্রস্তুত বিষয়ে বলতে লাগলেন শ্রীশুক—কটধূমস্য ইতি। **কটঃ**—শ্মশান। **কুতঃ কিমিদম ইতি**—এ কি এ কোত্থেকে আসছে—এত অগুরু ধূপের ধূম কি ইন্দ্রপুরী থেকে নিঃসৃত হয়ে ভূতল ভেদ করে সুতলে প্রবেশ করতে চেষ্টা করছে। কিম্বা বলির গৃহ থেকে নিঃসৃত হয়ে স্বর্গে আরোহন করছে। কিম্বা উত্তরদিগস্থ কুবেরপুরী থেকে কিম্বা পশ্চিমদিগস্থ বরুণালয় থেকে আসছে, এইরূপ নানা সন্দেহ দোলায় দুলতে লাগলেন গোপগণ॥ বি৪১॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ** তে পূর্বোক্তাঃ শ্রীনন্দাদয়শ্চ সংপ্রত্যাগতাঃ, গোপৈঃ শ্রীগোকুলরক্ষানিযুক্তাদিভিঃ তত্র ব্রজে পূতনাগমনাদিকং বিশেষতঃ শ্রুত্বা, আদি-শব্দাৎ স্তনদানমহার্ত্তনাদাদি। শিশোশ্চ স্বস্তি শ্রুত্বেতি তেন সুবিস্ময়েন বাৎসল্যপোষণং ধ্বনিতম্॥ জীং ৪১॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ তে**—পূর্বোক্ত নন্দাদি গোপগণ যাঁরা মথুরা থেকে ফিরে এলেন। **গোপৈঃ ইতি**—শ্রীগোকুল রক্ষায় নিযুক্ত গোপগণের দ্বারা বর্ণিত। পূতনা আগমনাদি বিশেষভাবে শুনে—'আদি' শব্দে স্তনদান এবং মহা আর্তনাদাদি। শিশুর কুশল শুনে তাঁরা অতিশয় আশ্চর্যান্বিতা হলেন—এতে তাঁদের বাৎসল্য পোষণ ধ্বনিত হচ্ছে॥ জীং ৪২॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সুবিস্মিতা ইতি ধন্যো বসুদেবঃ সত্যামাহ ঈদৃশ্যামপি বিপত্তৌ শিশোঃ স্বস্তি নারায়ণং বিনা কঃ কুর্য্যাংদিত্যুক্তবন্তঃ॥ বিং ৪২॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সুবিস্মিতা ইতি**—গোপগণ অতিশয় বিস্মিত হলেন—ধন্য বসুদেব, সত্যই বলেছে। এরূপ বিপত্তির ভিতরেও শিশুর কুশল নারায়ণ ভিন্ন কে করলো, এইরূপ বলাবলি করতে লাগলেন॥ বিং ৪২॥

৪৩। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** তেষ্বপি শ্রীনন্দস্য বৈশিষ্ট্যমাহ—নন্দ ইতি। সংভ্রমে গতে সতি পরমাং মুদং লেভে, তত্র হেতবঃ—নাম্নৈব তাবৎ শ্রীনন্দস্তত্রাপ্যুদারধীঃ দয়াদিগুণগণার্ণবমানসঃ, তত্রাপি স্বপুত্রমাদায়াঙ্কে কৃত্বা, তত্রাপি প্রোষ্যাগতস্তত্রাপি মূর্দ্ধ্যবঘ্রায়েতি। কিন্তু প্রোষ্যাগত ইতি 'হন্ত মৎ-প্রবাসাদেতাবাননর্থো জাতঃ' ইতি পশ্চাত্তাপবানপীতি গম্যতে। কুরূদ্বহেতি পূর্ববৎ এতদারভ্য চ শ্রীকৃষ্ণস্যাধোক্ষজেত্যাখ্যা ব্রজজনৈঃ কৃতা। যথা চ শ্রীহরিবংশে বাসুদেব-মাহাত্ম্যে—'অধোঽনেন শয়ানেন শকটান্তরচারিণা। রাক্ষসী নিহতা রৌদ্রা শকুনীবেশধারিণী॥ পূতনা নাম ঘোরা সা মহাকায়া মহাবলা। বিষদিগ্ধং স্তনং ক্ষুদ্রা প্রযচ্ছন্তী জনার্দ্দনে॥ দদৃশুর্নিহতাং তত্র রাক্ষসীং বনগোচরাঃ। পুনর্জাতোঽয়মিত্যাহুরুক্তস্তস্মাদধোক্ষজঃ॥' ইতি॥ জী° ৪৩॥

৪৩। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** সকল ব্রজজনের মধ্যেও যে শ্রীনন্দমহারাজের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তাই এবার বলা হচ্ছে—নন্দ ইতি। ভয়-ব্যস্ততা চলে গেলে নন্দমহারাজ পুত্র কোলে নিয়ে পরমানন্দ লাভ করলেন—এখানে পরমানন্দ লাভের হেতু—তার নাম থেকেই বুঝা যায়, তিনি আনন্দপুঞ্জ—এর মধ্যেও আবার উদারবুদ্ধি অর্থাৎ দয়াদি গুণগণ-সমুদ্রমনা। এর মধ্যেও আবার নিজপুত্রকে কোলে তুলে নিয়েছেন—এর মধ্যেও বিদেশ থেকে আগত—এর মধ্যেও মস্তক আঘ্রাণ করছেন। কিন্তু **প্রোষ্যাগত ইতি**—'হায় হায় আমার প্রবাস হেতু এতদূর অনর্থ ঘটে গেল' এই বলে অনুতাপও করতে লাগলেন, এইরূপ বুঝা যাচ্ছে। **কুরূদ্বহ ইতি**—এই সময় থেকেই শ্রীকৃষ্ণের 'অধোক্ষজ' নাম ব্রজজনই রাখলো। এ সম্বন্ধে যেমন বলা আছে শ্রীহরিবংশে বাসুদেব মাহাত্ম্যে—"শকট-অক্ষের অধো অর্থাৎ নীচে শয়নকালে এক রাক্ষসী এসে নিহত হল, আবার পূতনা রাক্ষসী স্তনে বিষ মাখিয়ে এসে নিহিত হল—এ শিশু যেন পুনর্জাত হল তাই এর নাম রাখা হল 'অধোক্ষজ'॥ জী° ৪৩॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** প্রোষ্যাগত ইতি। হন্ত মৎপ্রবাসাদেবৈতাবাননর্থো জাত ইতি কিমহং মথুরামগচ্ছমিতি পশ্চাত্তাপঃ। উদারধীরিতি হন্ত নির্ব্বুদ্ধয়ো দ্বারপালা অপি কেঽপি তাং পুরং প্রবেষ্টুং ন ন্যষিদ্ধন্নিতি সর্ব্বেষাং ধিয়ো নিনিন্দ॥ বি° ৪৩॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রোষ্যাগত ইতি**—প্রবাস থেকে আগত। পাঠ দু প্রকার আছে, 'প্রোষ্যাগত' এবং 'প্রত্যাগত'। হায় হায় প্রবাস হেতুই আমার এতদূর অনর্থ ঘটে গেল—তাই বলছি কেন-বা আমি মথুরায় যেতে গেলাম, এইরূপে অনুতাপ করতে লাগলেন। **উদারধীরিতি**—হায় হায় নির্বোধ দ্বারপালগণও কি কেউ তাকে পুর প্রবেশে নিষেধ করতে পারল না, এইরূপে সকলের বুদ্ধিকে নিন্দা করতে লাগলেন সরস বুদ্ধিতে॥ জী° ৪৩॥

৪৪। য এতৎপূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্যার্ভকমদ্ভুতম্।
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো গোবিন্দে লভতে রতিম্॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

৪৪। **অন্বয় ঃ** যঃ মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) শ্রদ্ধয়া কৃষ্ণস্য অর্ভকং (বাল্যলীলাং) এতৎ অদ্ভুতম্ পূতনা মোক্ষং শৃণুয়াৎ [সঃ] গোবিন্দে রতিং লভতে।

৪৪। **মূলানুবাদ ঃ** মরণধর্মা যে কোন ব্যক্তি কৃষ্ণের অদ্ভুত পূতনা-মোক্ষণ শৈশবলীলা শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীগোবিন্দে সশ্রদ্ধ রতি লাভ করেন।

৪৪। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ** অহো পূতনায়াঃ সাক্ষাত্তৎসম্বন্ধাদিনা তাদৃশ্যাং গতৌ কিমাশ্চর্য্যম্, তদ্বার্ত্তাশ্রবণেনাপি সর্বোঽপি তস্মিন্ রতিমপি লভতে ইত্যাহ—য ইতি। যো মর্ত্ত্যো মরণধর্ম্মা, যঃ কশ্চিদেতৎ শ্রীকৃষ্ণস্যাদ্ভুতার্ভকচরিতং শৃণুয়াৎ, স গোবিন্দে গোকুলেন্দ্রে ভগবতি রতিং লভতে ইত্যর্থানুসন্ধানমপ্যনপেক্ষ্য নামাদিবদ্বস্তুশক্তিরেব খ্যাপিতা, তথাপ্যর্থানুসন্ধানে সতি কারুণ্যবিশেষালোচনাৎ ফলস্য শৈঘ্র্য-বৈশিষ্ট্যে গম্যেতে। কীদৃশম্? পূতনায়া অপি মোক্ষঃ সংসারাত্তুচ্ছফলান্তরাচ্চ নির্গমো যেন তৎ, অতএবাদ্ভুতম্ অর্ভকভাবাপরিত্যাগেঽপি তাদৃশমারণমোক্ষণাদিনা বিস্ময়-কৌতুকাবহম্; নিশম্য ইতি পাঠে যস্তস্মিন্নিশম্য ভবতি, স শ্রদ্ধয়া সহ রতিং লভতে। পাঠস্বয়ং তেষামসম্মতঃ, অসঙ্গতত্বাপ্যস্যাব্যাখ্যানাৎ। 'অবিদ্যায়াঃ ক্ষয়াদেব লভ্যোঽহমিতি তন্ময়ীম্। প্রাগহন্ পূতনাং কৃষ্ণো রাঘবস্তাড়কামিব॥' কিঞ্চ— 'আরম্ভাদেব লীলায়া বকীধাতৃগতিপ্রদঃ। কৃষ্ণঃ স্বগুণমাধুর্য্যৈ তৃষ্ণয়ামাস বৈষ্ণবান্॥' ॥ জী° ৪৪॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অহো কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধাদি দ্বারা পূতনার তাদৃশ গতিতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে—সেই লীলা শ্রবণেও সকলেই সেই বালগোপালে রতিও লাভ করে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—য ইতি। **য মর্ত্ত্যো**—মরণ ধর্মা 'যঃ কশ্চিৎ' যে কেউ। **এতৎ**—'শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত শিশু-চরিত শুনে, 'স গোবিন্দে গোকুলেন্দ্রে ভগবতি রতিং লভতে'—অর্থাৎ সেই গোকুলেন্দ্র ভগবানে রতি লাভ করে থাকে—এইরূপে অর্থ অনুসন্ধানেরও নিরপেক্ষভাবে লাভের কথা দ্বারা নামাদিবৎ বস্তুশক্তিই ঘোষিত হল। তথাপি অর্থ অনুসন্ধান থাকলে কারুণ্য বিশেষ আলোচনা হেতু ফলের শীঘ্রতা বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি হয়, বুঝতে হবে॥ অর্থাৎ বিনা অর্থ অনুসন্ধানে শ্রবণ করলে রতি লাভে বিলম্ব হয়, আর অর্থানুসন্ধান থাকলে শীঘ্র হয়। কিরূপ শিশু-চরিত? পূতনারও মোক্ষ অর্থাৎ সংসার থেকে এবং স্বর্গাদি তুচ্ছ ফলান্তর থেকে বহির্গমন দেখা যায় যে লীলায় সেই শিশুচরিত। অতএব ইহা অতি আশ্চর্য—শিশু ভাব অপরিত্যাগেও তাদৃশ মারণ-মোক্ষণাদি হেতু—এক বিস্ময়-কৌতুকাবহ লীলা। **শ্রদ্ধয়া রতিম্ লভতে-স শ্রদ্ধয়া সহ রতিং লভতে।** অর্থাৎ শিশুচরিত শ্রবণে যে কোন শ্রোতা প্রথমে শ্রদ্ধা তৎপর ক্রমশঃ রতি লাভ করে। 'অবিদ্যা ক্ষয় হওয়ার পরই জীবের কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়,' তাই কৃষ্ণ তন্ময়ী-পূতনাকে পূর্বেই বধ

করলেন, তার অবিদ্যার সহিত; যেমন না-কি রাম রূপে তিনি তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেছিলেন। আরও আরম্ভেই শ্রীকৃষ্ণ পূতনাকে ধাত্রীগতি দানের ভিতর দিয়ে স্বগুণ মাধুর্যের অতি উচ্ছলিত ভাব প্রকাশ করত বৈষ্ণবগণকে তৃষ্ণাতুর করে তুললেন।

[শ্রীজীবের এই টীকার সিদ্ধান্ত আরও পরিস্ফুট করা আছে, তারই অন্যান্য টীকাতে যথা—(শ্রীভা° ৩।২৫।২৫) "পতিতোদ্ধারনাদি-চরিত-শ্রবণেন শ্রদ্ধা—বিশ্বাসাঃ। ততোরতিভক্তিঃ—ভক্তেঃ পূর্বপরাবস্থে।" অর্থাৎ পতিত-উদ্ধারণ পূতনাবধাদি বাল্যলীলা শ্রবণের দ্বারা প্রথমে শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাসের উদয় হয়। উহাই ক্রমে ক্রমপন্থায় প্রেম পর্যন্ত পৌঁছায়।" আরও, উপরে যে 'বস্তুশক্তি' ঘোষিত হল, সেই বস্তুশক্তিকে তো অপরাধ ক্ষেত্রে বাধিত হতে দেখা যায়, আদ্রকাষ্ঠে অগ্নির দাহিকা শক্তির মতো—শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ ভা° ১১।২০।২৭—'ক্বচিৎবস্তুশক্তিরপি বাধিতা দৃশ্যতে, আদ্রেন্ধনাদৌ বহ্নিশক্তিরিব' ইত্যাদি। এইরূপ অপরাধ ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা পূর্বক শ্রবণ করলেই ফল লাভ-শ্রদ্ধার অপেক্ষা আছে।"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।" শ্রদ্ধাই হল ভক্তি জগতে প্রবেশের গেটপাস্। এই শ্রদ্ধা লাভের উপায় ভা° ১১।২০।৮ শ্লোকে বলা আছে "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।" অর্থাৎ পরমস্বতন্ত্র মহৎসঙ্গ ও তৎকৃপা জাত মঙ্গলোদয়ে আমার নামাদি কথায় শ্রদ্ধালু ব্যক্তিরই ভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়। ইহাই সর্বযুগে শ্রীগৌরহরির আগমনের পূর্বের সাধারণ নিয়ম। সুতরাং পূর্বে মহৎসঙ্গ ও তৎকৃপাজাত শ্রদ্ধার অপেক্ষা ছিল নামাদি শ্রবণ কীর্তনের। কিন্তু গৌর আগমনের পরে জীবের ভাগ্যে একটি পরম মঙ্গলোদয় হল। কারণ যে মহৎ অতি দুর্লভ সেই মহতের কাজ তিনি নিজেই মহামহৎ রূপে এসে করেছেন—তার অসীম কৃপাধারায় নিষিক্ত নামাদি জগতে বিতরণ করে, যা আজও আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে—'কলৌচ শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্ গ্রাহ্যত ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্র তৎপ্রশংসেতি স্থিতম্।' শ্রীনাম এবং নামপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত একই পর্যায় ভুক্ত—শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ ১।৫।১১—"তস্য যশোবর্ণনলেশ-সংযোজানি নামমাত্রাণি সন্তি" ইত্যাদি।

কাজেই এখানে প্রস্তুত শ্লোকের টীকায় যে অর্থ প্রতিপাদন করা হল, তা ঠিকই হয়েছে, যথা—শ্রীমদ্ভাগবতের পূতনা বধাদি মধুর লীলা শ্রবণ করতে করতেই প্রথমে শ্রদ্ধার উদয় তৎপর ক্রমশঃ রতি—অপেক্ষা শুধু মহতের; মহৎ মুখেই শ্রবণ করতে হবে—মহতের অভাবে নিজে নিজেই কীর্তন কিম্বা শ্রোতা থাকলে তাকে শ্রবণ করানো—ইহাই বিধি, যথা—"সাক্ষাদেব মহৎকৃতস্য কীর্তনস্য শ্রবণভাগ্য ন সম্পদ্যতে তদৈব স্বয়ং পৃথক্ কীর্তনীয়মিতি তৎ প্রাধান্যাৎ"—শ্রীজীবক্রমসন্দর্ভ।] ॥ জী° ৪৪ ॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যত্র তৎ আর্ভকং অর্ভকচরিতং পূতনায়া অপি মোক্ষো যত্র তৎ অত-এবাদ্ভুতং শৃণুয়াৎ স রতিং লভতে। নিশম্যেতি পাঠে তুর্য্যেৎ তিষ্ঠেদিতি বাধ্যাহার্য্যম্। যদ্বা। যঃ শ্রদ্ধয়া নিশম্য রতিং লভতে স গোবিন্দ গোবিন্দ বিষয়ক রতিমান্ ভবেদিত্যর্থঃ ॥ বি° ৪৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।

ষষ্ঠোঽধ্যায়োঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যত্র তৎ অর্ভকং**—বাললীলা, পুতনারও মোক্ষ যাতে বলা হলো তা—অতএব ইহা অতি আশ্চর্য। ইহা যে শ্রবণ করে সে রতি লাভ করে। এই শ্লোকের 'শৃণুয়াৎ' এর পরিবর্তে 'নিষম্য' পাঠও আছে। তুষ্যতু ন্যায়ে (এই ন্যায়টি হল, অস্বীকার্য বিষয়ও স্বীকার করে নিয়ে যথার্থ অর্থ নির্ধারণের চেষ্টা) এই পাঠ রেখে যথার্থ অর্থ অনুসন্ধান করা যাক্। এই পাঠে অর্থ হবে—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করত রতি লাভ করে সে **গোবিন্দে**—গোবিন্দ বিষয়ক রতিমান্ হয়॥ বি° ৪৪॥

ইতি শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-পঞ্চম অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।